ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 August, 2020 ■ আগরতলা, ২১ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশালগড়ে বিজেপি-কংগ্রেস সংঘর্ষ আহত বহু, রোষের মুখে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরায় শাসক-বিরোধী সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে সিপাহিজলা জেলার নৌকাঘাট এলাকায়। এ ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী সহ সাতজন বিজেপি কার্যকর্তা এবং কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিজেপির চড়িলাম মণ্ডল সভাপতির পা ভেঙে গেছে। তাঁকে হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। বাকি আহতদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বিজেপি কর্মীরা বিশালগড় থানা ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে ছুটে যান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং বিজেপির জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রতীক দেববর্মা। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে।

হামলা ও সংঘর্ষের পর বিশালগড় থানায় পুলিশের সাথে ঘটনার বিস্তারিত জেনে থানা চত্বরে দলীয় কর্মীদের সাথে কথা বলেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দক্ষিণ জেলা থেকে দুটি গাড়িতে কংগ্রেস কর্মীরা আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সিপাহিজলার নৌকাঘাট এলাকায় বিজেপি কর্মীরা তাদের পথ আটকান বলে অভিযোগ। তাতে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একসময় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। বাকবিতণ্ডা থেকেই দুই দলের কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের তিনটি বাইক ভাংচুর করেছেন। কংগ্রেস কর্মীদের আক্রমণে বিজেপির চড়িলাম মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথের পা ভেঙে গেছে।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার ওসি বিমল বৈদ্য বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এসডিপিও তাপসকান্তি পালও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। কিন্তু তাঁরা কোনওভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এলোপাথাড়ি লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে, পুলিশের লাঠিচার্জে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ঠিকই, কিন্তু বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

ইত্যবসরে সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। তাঁর কাছে বিজেপি কর্মীরা বিশালগড় থানার ওসি বিমল বৈদ্য এবং এসডিপিও তাপসকান্তি পালকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যে খরচ ৭০.০৬ কোটি টাকা, তিন মাসে প্রয়োজন আরও ৬০ কোটি টাকা

আগরতলা, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আগামী তিন মাসে আরও ৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন। বৃহস্তিবারপ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা মোকাবিলায় খরচের বিস্তারিত তথ্য দিলেন আইন তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থরাশির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী নাথ। প্রদত্ত খরচের হিসাব অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পূর্বোত্তর পরিষদ থেকে ৩ কোটি টাকা, এসডিআরএফ থেকে ৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ১৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। তাঁর কথায়, আগামী তিনমাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কোভিড মোকাবিলায় প্রতিমাসে ২০ কোটি টাকা করে মোট ৬০ কোটি টাকার প্রযোজন। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ত্রিস্তরীয় মাস্ক, ১ লক্ষ ৩০ হাজার এন-৯৫ মাস্ক রয়েছে। এছাড়া ১৫ হাজার অ্যান্টিজেন ডিটেকশন কিটও এসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ থেকে গোমতি জেলায় ট্রুন্যাট মেশিনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ টেস্টের কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়া ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আজ বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯২৫ জনের নমুনা সংগ্রহ হয়েছে। ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়ে গেছে। সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ২,১২৪ জন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫,৬৪০ জন। সুস্থতার হার ৭২ শতাংশ। আজকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৭৫ জন। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে বর্তমানে ১১৫টি কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরে করোনা আক্রান্ত ৯ নতুন করে নমুনা সংগ্রহ ১১৬ জনের

আগরতলা, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরে নতুন করে দুই চিকিৎসক, একজন আধিকারিক সহ নয় জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অবশ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মার কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ফলে, আজ আরও ১১৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা সহ চারজন চিকিৎসক এবং দুই প্রশাসনিক আধিকারিক মিলিয়ে ৪০ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল বুধবার। কারণ ওই দফতরের জনৈক আধিকারিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১৭ অগাস্ট ওই আধিকারিকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। তিনি বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। তিনি সম্প্রতি সকলকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাই ওই ৪০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে নয় জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

এ-বিষয়ে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা বলেন, বুধবার সংগৃহীত ৪০ জনের নমুনায় ৯ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাঁদের সংস্পর্শে রয়েছেন ওই সরকারি কর্মীদের আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু

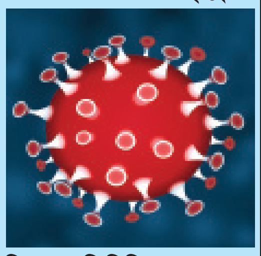

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যে করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮৬ জন। সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে সুস্থ হওয়ার হার বেড়েছে। তাছাড়া এদিন চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছেন ৬২০ জন। বর্তমানে রাজ্যে করোনা সক্রীয় রোগীর সংখ্যা ২১১৩ এবং সুস্থ হয়েছেন এখনও পর্যন্ত ৫৬৫১ জন।

রাজ্যের পৃথক স্থানে মহিলাসহ চারজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ চড়িলাম/আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যের পৃথক স্থানে চারজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে একটি ঘটনায় মৃতের পরিবারের লোকজন হত্যার অভিযোগ তুলেছেন।

মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছেনিলো এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লাউগাং দশঘড়ীয়া পাড়ার বাসিন্দা ঊষারানী দাস (৪৬) দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভূগছেন। আজ সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় ভাত খাওয়ার পর উনাকে দেখতেপাননি উনার বাড়ীর লোকজন। পরবর্তীসময় অনেক খোঁজা খুঁজির পর বাড়ীর পাশ্ববর্তী একটি সেগুন গাছের মধ্যে উনার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় বাড়ীর লোকজন। এই ঘটনানিয়ে শান্তির বাজার থানার কর্তব্যরত এস আই জানান ঊষারানী দাসের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখার পর উনার পরিবারের লোকজন দেহটিকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসে। বাড়ীর লোকজনের ধারনাছিলো ঊষারানী দাস বেচে আছে কিন্তু হাসপাতালে আসার পর সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঊষারানী দাসকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশের কাছ থেকে ও বাড়ীর লোকজনদের কাছ থেকে জানাযায় ঊষারানী দাস দীর্ঘদিন যাবৎ মানসিক রুগে ভূগছেন। উনার এই মানসিক রোগের জন্য এই আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনাকরাহচ্ছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়াহয়।

শান্তি কলোনী এলাকাথেকে উদ্ধারহয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত পঁচাগলা মৃত দেহ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কালির বাজারের বাসিন্দা মানিক দাস (৫০) গত শনিবারে নিজ বাড়ীথকে পাইখোলা এলাকায় নিজ ভোনের বাড়ীর উদ্দ্যেশ্যে রওনাহয়। তিনি সময় মতো ভোনের বাড়ীতে পৌঁছান। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক হেনস্তা মামলায় ধৃত চারজনের জামিন ফের খারিজ হাইকোর্টে

আগরতলা, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। চিকিৎসক হেনস্তার ঘটনায় ধৃত চারজনের জামিন আবেদন পুনরায় খারিজ করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানি ২৪ আগস্ট ধার্য করা হয়েছে। ওইদিন আদালত কেস ডায়েরি তলব করেছে।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে চিকিৎসক হেনস্তার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় জামিন আবেদনের ওপর শুনানি হয়েছে। এ-বিষয়ে ধৃত সহকারী সরকারি আইনজীবী করণজিৎ দে-র আইনজীবী রাজীব সাহা বলেন, আজ বিচারপতি ওই মামলার কেস ডায়েরি তলব করেছেন। আবেদন জানানো হয়েছিল আগামীকাল আদালতে কেস ডায়েরি জমা দেওয়া হোক। কিন্তু, আদালত আগামী ২৪ আগস্ট পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করেছে। ওইদিন আদালতে কেস ডায়েরি জমা দিতে বলা হয়েছে। তাই আদালতের কাছে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, বিচারপতি অরিন্দম লোধ ওই আবেদন খারিজ করে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ধৃতদের জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি নিয়ে সহকারী সরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলা, জখম এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। এক ব্যক্তিকে মারধর করে ছুরি দিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে জিরানীয়া শচীন্দ্রনগর কলোনী এলাকায়। সংঘবদ্ধ আক্রমনে গুরুতর জখম ঐ ব্যক্তিকে জিবির ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ জানানো হলে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জিরানীয়া থানার পুলিশ। আহত ব্যক্তির নাম মরণ দাস। ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

তবে আচমকাই কেন তার উপর সংঘবদ্ধ হামলা এব্যাপারে ঘটনার ২৪ ঘন্টার পরেও পুলিশ কোন ক্লু বের করতে পারেনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্স শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পেখরিয়ার সাথে ভিডিও কনফারেন্স হল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথে। কনফারেন্সে করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলচোনা হয়েছে। সেই সাথে জাতীয় শিক্ষা নীতি রাজ্যে কার্য্যকর করার বিষয়ে রাজ্য সরকার যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে সেই বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী।

কর্পোরেশন টেক্সের শেয়ারে ত্রিপুরার জন্য মঞ্জুর ৪৩৫ কোটি টাকা

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ২০ আগষ্ট।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে কর্পোরেশন টেক্সের শেয়ার বাবদ ত্রিপুরার জন্য ৪৩৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তার মধ্যে ৮৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের বাজেট ডিভিশন চিফ কন্ট্রোলার অব একাউন্টসকে জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে কর্পোরেশন টেক্সের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবন চত্বরে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচিন করেন পিসিসি সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস এবং আইএনপিটির সভাপতি বিজয় রাঙ্খল। ছবি নিজস্ব।

এএনএম ডিগ্রীধারী বেকারদের গণধর্ণা স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ফের আন্দোলনে সরব এএনএম ডিগ্রীধারীরা। বৃহস্পতিবার তারা গুর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘেরাও করে আন্দোলনে সামিল হয়। তাদের দাবি পূর্বে নিয়মিত ভাবে প্রতিবছর এ কোর্স করা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়োগ করে আসলেও গত আড়াই বছরে নিয়োগ হয়নি।

এই সরকার গঠনের প্রথম দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তারা নিয়োগের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইতিবাচক আশ্বাস দিলেও কোন ধরণের নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে এমপিডাব্লুও পোস্টে তাদের নিয়োগের কথা। বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৭০০ এর উপর ছেলে মেয়ে বেকার অবস্থায় রয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের প্রথম দিকে করা হয়েছিল কিছু ছেলেমেয়ে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার কাজের স্বচ্ছতায় ত্রিপুরার প্রথম স্থান অর্জন

আগরতলা, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। রেগায় ফের ত্রিপুরা প্রশংসিত হয়েছে। কাজের স্বচ্ছতার জন্য ত্রিপুরা প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এমন-কি, রেগার কাজ সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে রাজ্য।

এ-বিষয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের আইন তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ভারতে মোট ১১টি পাহাড়ি রাজ্য রয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা একটি। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১টি পাহাড়ি রাজ্যের মধ্যে এমজিএনরেগায় কাজের স্বচ্ছতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে ত্রিপুরা। রেগার কাজ সম্পন্ন করার জন্য পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান। তাঁর কথায়, এই দুটি পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রালয় রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরকে রেগায় আরও পাঁচটি পুরস্কার দিয়েছে। এর মধ্যে দেশের পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে গোমতি জেলা রেগায় স্বচ্ছ কাজের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এই জেলা দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান।

এদিন তিনি বলেন, রেগায় কাজ সম্পন্ন করার জন্য পাহাড়ি ব্লকগুলির মধ্যে করবুক ব্লক পেয়েছে প্রথম স্থান। জিও ট্যাগিং-এ তেলিয়ামুড়া ব্লক পেয়েছে প্রথম স্থান। এছাড়া উত্তর ত্রিপুরা জেলার দুটি পঞ্চায়েত গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে রেগায় ভালো কাজ করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। এই দুটি পঞ্চায়েত হলো জামারিয়াপাড়া পঞ্চায়েত ও লালজুরি পঞ্চায়েত।

মন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরায় এমজিএনরেগায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪ হাজার শ্রমদিবসের কাজ হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯ হাজার শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২ হাজার শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ১৮ হাজার শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। তিনি জানান, এমজিএনরেগায় ত্রিপুরা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৩৫ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৩১ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের আগস্ট পর্যন্ত ৫৮৩ কোটি টাকা পেয়েছে।

মহিলার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। অভিযোগকারীনির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। গণতান্ত্রিক নারী সমিতির আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাকে পুলিশ হেনস্থা করেছে এই অভিযোগ থানা লিপিবদ্ধ করেনি। পুলিশ সুপারের শরণাপন্ন হয়েও সুবিচার না পেয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন লিপিকা চৌধুরী। আজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অখিল কুরেশি ওই মহিলার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মন আজ একথা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১লা জুন সকালে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আগরতলায় বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ওই আন্দোলনে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি উলঙ্ঘনের দায়ে পুলিশ নারী সমিতির সদস্যদের আটক করেছিল। ওইসময় উক্ত লিপিকা চৌধুরী পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ এনেছে।

করোনার প্রকোপ, রাজ্যে খোলা আকাশের নীচে পাঠদান শুরু

আগরতলা, ২০ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় শুরু হল নেইবারহুড ক্লাস। অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচে পঠন-পাঠন। করোনা পরিস্থিতিতে ছয় মাস ধরে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ ছিল। তাই খোলা আকাশের নীচে ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে পড়াচ্ছেন শিক্ষকরা।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ মার্চ থেকে ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপে স্কুলে পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। তাই ধাপে ধাপে ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এক ফেসবুক বার্তায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা অতিমারির প্রকোপে আজ শিক্ষা ব্যাবস্থা মহা সঙ্কটে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা। কিন্তু এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও রাজ্য শিক্ষা দফতর তাদের দায়বদ্ধতা ভুলেনি। তিনি বলেন, বিগত ছয় মাস ধরে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এর জন্য রাজ্য শিক্ষা দফতর প্রথমে রেকর্ডেড ক্লাস ও পরে অনলাইন লাইভ ক্লাসের ব্যাবস্থা করেছে। ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী সময়েও দেখতে পারে, তাই ওই সব ক্লাস "শিক্ষাবন্ধু" নামের ইউটিউব চ্যানেল নিয়মিত আপলোড করা হয়েছে। এ ছাড়া চলেছে "একটু খেলো একটু পড়ো"র মতো অভিনব আয়োজন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য "কল সেন্টার" খোলা হয়েছে। এই কল সেন্টারে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন বা অসুবিধা যেমন দর্ষ্ঠর করতে পারবে ঠিক তেমনি কাউন্সেলিঙের সুবিধাও নিতে পারবে।শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান প্রক্রিয়া। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩০৭ ▫ ২১ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৪ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নেশা বিরোধী অভিযান

নেশার অভিশাপ হইতে এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা মুক্ত হইতে পারিল না। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পরই রাজ্যকে নেশামুক্ত করিবার সংকল্প ঘোষিত হইয়াছিল। কারণ, নেশার কবলে এই রাজ্যের যুবশক্তির বিড়ম্বনা বাড়িয়াছে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা পঙ্গু অথর্ব হইয়া পড়িতেছিল। বিজেপি জোট সরকার নেশার বিরুদ্ধে মহান কর্মযজ্ঞে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, ক্ষমতার এতদিন পর সাফল্যের খাতায় কতখানি স্বস্তি মিলিয়াছে এই প্রশ্ন খুব বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। 'গাঁজা শিল্প' ত্রিপুরার সমান্তরাল অর্থনীতির দ্যোতক হিসাবে দেখা দিয়াছিল। সীমান্ত গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই গাঁজা শিল্পের সগৌরব 'অগ্রগতি' ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিয়াছিল একথা অস্বীকার করিবার সুযোগ আছে মনে হয় না। বিজেপি জোট সরকার প্রথম দিকে যেভাবে গাঁজা বিরোধী নেশা বিরোধী অভিযানে গোটা প্রশাসনকে নিয়োজিত করিয়াছিল আজ সেই অবস্থা নাই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় আবার গাঁজা চাষের কর্মযজ্ঞ শুরু হইয়াছে তাহা পুলিশও অবগত আছে। গাঁজা চাষীরা এতই শক্তিশালী যে সেখানে অভিযান করিতে পুলিশের হাটু কাঁপে। পাচারকারীদের হাতে বেশ কয়েকজন পুলিশও খুন হইয়াছে। প্রকাশ্যে গোলাগুলিও চলিয়াছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন পুলিশও চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে।

শুধু প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকা নহে, খোদ রাজধানী আগরতলাতে নেশা কারবারের রমরমা চলিতেছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে মোটা অংকের নগদ টাকা ও কোটি টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী সহ এক নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ। রাজধানী তুলসীবতির হোস্টেল সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি সহ নেশা কারবারী পুলিশের জালে ধরা পড়ে। এই নেশা কারবারীর বাড়ি রাজধানীর শান্তিপাড়ায়। প্রকাশিত সংবাদে আরও জানা গিয়াছে যে, পুলিশের এন্টি নার্কোটিক্স শাখা ও পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ নেশা কারবারীকে গ্রেপ্তার করিতে বুধবার রাজধানীর তুলসীবতি হোস্টেল সংলগ্ন এলাকায় উঁৎ পাতিয়া বসে। পুলিশের কাছে খবর ছিল নেশা সামগ্রী পাচার করিবার জন্য এই পথ ধরিয়াই স্কুটিতে নিয়া আসিবে। পুলিশ নেশা কারবারীর শান্তিপাড়ার বাড়ি হইতে প্রচুর ইয়াবা টেবলেট, হেরোইন ও ব্রাউনসুগার উদ্ধার করে। প্রশ্ন উঠিয়াছে ধৃত নেশা কারবারির রাজনৈতিক পরিচয় কি। এইসব নেশা কারবারিরা কোন প্রভাবশালী মহলের বিশেষ করিয়া ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় লালিত হইয়া থাকে। বাম আমলে এইরকম বহু নেশা কারবারি ও পাচারকারি শাসকের ছত্রছায়ায় থাকিয়া এইসব পাচার ও দুষ্কর্ম চালাইয়া যাইত। এই শহরের বিত্তশালীদের অনেকেই এই পাচারকার্য্যে নিয়োজিত তাহা আর গোপন নাই। পুলিশের একাংশও এইসব পাচারের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত বলিয়া অভিযোগ আছে।

ইয়াবা টেবলেট, ব্রাউনসুগার এইসব নেশা আমাদের যুবশক্তিকে তছনছ করিয়া দিতেছে। ছাত্র যুবকদের একটা বড় অংশ এই নেশার কবলে হাবুডুবু খাইতেছে। এই ঘটনায় আগামীদিনে পরিস্থিতি কি দাঁড়াইবে তাহাই রীতিমতো উদ্বেগের। একশ্রেণীর ওষুধের দোকানে এইসব নেশার টেবলেট গোপনে বিক্রি হয়। সেখানে পুলিশের তেমন অভিযান নাই। ফলে, পরিস্থিতি দিনে দিনেই জটিল হইতেছে। যুবশক্তির মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া খানখান হইতেছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার নেশার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যে অভিযান সংগঠিত করিয়াছে আড়াই বছরের মাথায় প্রশাসন এত নিষ্ক্রীয় হইল কিভাবে এই প্রশ্নও উঠিয়াছে। গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য নাই একথা বলা যাইবে না। কিন্তু, একথা ঠিক ত্রিপুরায় সিংহভাগ উৎপাদিত গাঁজা বহিঃরাজ্যে রপ্তানি হইত। ত্রিপুরায় দুই তিন শতাংশ গাঁজা ব্যবহৃত হয় কি না সন্দেহ আছে। সুতরাং বিষয়টি নিয়া নতুন করিয়া সরকারকে ভাবিয়া দেখা উচিত। কোন কোন রাজ্যে গাঁজা চাষের অনুমতি দেওয়া হয়। তাহার জন্য সরকার যথেষ্ট রাজস্বও লাভ করে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে নতুন করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

করোনায় মৃত ব্যক্তির সৎকারকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাছাড়ের ইস্টামপুরে, লাঠিচার্জ

উধারবন্দ (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : করোনায় মৃত জনৈক ব্যক্তির সৎকারকে কেন্দ্র করে তুমুল গোল বেঁধেছে কাছাড় জেলার উধারবন্দ থানার ইস্টামপুরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ পর্যন্ত করতে হয়েছে। পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে এলেও টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকায।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার রাতে প্রশাসনের তরফ থেকে করোনা সংক্রমিত এক মৃতদেহ ইস্টামপুর বাগানে নিয়ে সৎকার করা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কেউ বিষয়টি তেমন আঁচ করতে পারেননি। হয়তো এই ঘটনা টেরও পেতেন না কেউই। কিন্তু বিপত্তি ঘটে, স্যানিটাইজ করার জন্য দমকল কর্মীদের খবর দিলে। দমকলের ইঞ্জিন মাঝপথে গর্তে ফেঁসে যায়। একে তুলতে ডেকে নিয়ে আসা হয় একটি এস্কেভেটর। গাড়ি দুটির টানাটানিতে রাত কেটে সকাল হয়ে যায়।বাগানের শ্রমিকদের তখন বুঝতে বাকি থাকেনি যে কোনও করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকার করা হবে। তাই তাঁরা বিরোধ প্রদর্শন করতে শুরু করে স্লোগান দিতে থাকেন। দাবি তুলেন, করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ তাদের এলাকায় অন্ত্যেষ্টি করা চলবে না। তারা দমকল ও এস্কেভেটর কর্মীদের আটকে রাখেন।

এদিকে দিন যত গড়াচ্ছিল তত বেশি লোকজন জমায়েত হতে শুরু করে। বলতে গেলে রীতিমতো ছোটখাটো মেলার আকার ধারন করে। উত্তেজিতদের বার বার বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল যে, গতকাল রাতে একজনের মৃতদেহ সৎকার হয়ে গিয়েছে, আর নতুন কোনও মৃতদেহ এখানে আনা হবে না। কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝতে নারাজ উত্তেজিত জনতা। ততক্ষণে স্থানীয় পুলিশ খবর পাঠায় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস বিশাল পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করেন। বিরোধকারীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেও কোনও লাভ হয়নি। এক সময় পরিস্থিতি বিগড়ে হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে লাঠি চালাতে বাধ্য করা হয়। মৃদু লাঠিচার্জে সবাই ছত্রভঙ্গ হলে গাড়ি দুটি এবং দমকল কর্মীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। বাগান শ্রমিকরা পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বকেয়া সমস্যার সমাধানে উৎসাহী ভারত ও চিন

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): নিজেদের মধ্যে চলতে থাকা যাবতীয় বকেয়া সমস্যার সমাধানের জন্য তৎপর ভারত ও চিন।দুই দেশের মধ্যে হওয়া একাধিক বিষয় পূর্ববর্তী চুক্তির ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলি সমাধানে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করবে দু''দেশ। লাদাখের সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য সদর্থক ভূমিকা নেবে দুই দেশ। বৃহস্পতিবার ১৮ তম ওয়ার্কিং মেকানিজম ফর কনসালটেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন অন বর্ডার অ্যাফেযার্সে বৈঠকে মিলিত হয় দুই দেশ। এখানে এই ঐক্যমত্যের পৌঁছায় ভারত ও চিন। দুই দেশের মধ্যে থাকা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে শান্তির মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব সে বিষয়ে সম্মত হওয়া গিয়েছে।

এদিনের বৈঠকে ভারতের তরফ থেকে নেতৃত্ব দেন বিদেশমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (পূর্ব এশিয়া) নবীন শ্রীবাস্তব। লাদাখের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের জন্য গভীর ভাবে আলোচনা হয়।অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে আগামী দিনে দুই দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। এর জন্য ক্রমাগত কূটনৈতিক এবং সামরিক পর্যায় দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে হবে।

নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর করা টুইটকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক

শুভঙ্কর দাস

সম্প্রতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান নিয়ে টুইট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, ''১৯৪৫ সালের এই দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাইওয়ানের তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে বিমানে করে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও আমরা জানি না কি হয়েছিল। দেশের সেরা সন্তানের বিষয়ে জানার অধিকার জনগণের রয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর এমন ধরণের টুইট থেকে ফের প্রশ্ন উঠলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে।এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক ড় জয়ন্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়নি।প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য এবার বিভিন্ন সংগঠন থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাবি জানানো হবে। রাজ্য সরকার নেতাজি সংক্রান্ত গোপন সরকারি ফাইল প্রকাশ্যে আনলেও এখনো ১২ টি ফাইলের কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।সেই ফাইলগুলি গেল কোথায়। ১৯৪১ সালে এলগিন রোড এর বাড়ি থেকে নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত ফাইলও প্রকাশ্যে আসেনি।শোলমারী আশ্রম, লালবাজারে এনে বালক ব্রহ্মচারীকে জেরা করার বিষয়ক ফাইলগুলি এখনো জনসমক্ষে আনা হয়নি। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু বলে প্রচার করাটা কংগ্রেসের বহুদিনের এজেন্ডা।বর্তমানে কেন্দ্রের শাসক দল একাধিক সদর্থক পদক্ষেপ নিলেও তাদের মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেসের সেই এজেন্ডাকে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নেতাজির প্রপৌত্র তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহসভাপতি চন্দ্রকুমার বসু জানিয়েছেন, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজির যে মৃত্যু হয়েছে এমন কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদঘাটনের জন্য একাধিক তদন্ত কমিশন বসেছে। পঞ্চাশের দশকে শাহনওয়াজ কমিশন, সত্তরের দশকে খোসলা কমিশন এবং ১৯৯৯ সালে প্রাক্তন বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জি কমিশন। সর্বশেষ মনোজ কুমার মুখার্জি কমিশন নিজেদের রিপোর্টে জানিয়ে দিয়েছিল যে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। বহু আন্দোলনের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৫ সালে নেতাজি সংক্রান্ত ফাইলগুলি প্রকাশ্যে আনেন। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে নেতাজি সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল জনসমক্ষে আনে। কিন্তু দেখা গিয়েছে অনেক ফাইলই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে থাকা ফাইলগুলির মধ্যে এমনও দেখা গিয়েছে যে ফাইলের ভেতর পাতা নেই কিন্তু ফোল্ডার রয়েছে। রাজ্য সরকারের এই ফাইলগুলিতে মূলত বসু পরিবারের ওপর স্বাধীনতার পর যে নজরদারি চালানো হতো তার বিবরণ রয়েছে। ২০১৬ সালে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ পাঁচটি দেশের কাছে নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল উন্মোচনের জন্য চিঠি লিখেছিলেন। এই দেশগুলির মধ্যে জাপানও ছিল।জাপান সরকার জানায় যে তাদের কাছে নেতাজি সংক্রান্ত পাঁচটি ফাইল রয়েছে। তার মধ্যে দুটি ফাইল ভারত সরকারের হাতে তারা তুলে দেয়।

আর তিনটি ফাইল এখনো গোপন করে রেখেছে জাপান। চন্দ্রবাবু মনে করেন ওই তিনটি ফাইলের মধ্যেই নেতাজির অন্তর্ধানের যাবতীয় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।পাশাপাশি রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম ডিএনএ পরীক্ষা করারও দাবি তুলেছেন তিনি। এর জন্য বসু পরিবারের সদস্যরা রক্তের নমুনা দিতে প্রস্তুত। মুখার্জি কমিশন আগে বসু পরিবারের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য।কিন্তু সেই রক্তের নমুনা তিনি গুমনামী বাবার দাতের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেয়ে ছিলেন। যদিও গুমনামী বাবার সঙ্গে বসু পরিবারের ডিএনএ মিলে যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিট গঠন করার দাবি জানানো হয়েছে। এই তদন্ত দলে থাকবে আইবি, সিবিআই, বিদেশমন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আধিকারিকরা। গোটা বিষয়টাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে এটাকে তদন্ত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী টুইট প্রসঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাইওয়ানে সংশ্লিষ্ট ওই দিনে বিমান দুর্ঘটনার কোন রেকর্ড জাপানের কাছে নেই। এমনকি শানোয়াজ কমিশন, খসলা কমিটি, মুখার্জি কমিশন প্রত্যেকেই জানিয়েছিল তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু কোন সত্যতা নেই। দিল্লি থেকে টুইট করার পরই মুখ্যমন্ত্রী এমন টুইট করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮ আগস্ট জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক টুইট বার্তায় লেখা হয়, ''নেতাজির মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল।.'' আসলে কংগ্রেস বরাবরই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদানকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। সেই ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছে।

বীরবিক্রমের স্মৃতি বিজরিত ত্রিপুরা

।।প্রদীপ চক্রবর্তী।।

একদা রাজন্য শাসিত এ রাজ্যের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মণের ১১২ তম জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানে উদযাপিত হয়েছে। করোনা জনিত কারনে সীমিত ভাবে এই দিবস পালন করা হয়।সরকারী ভাবে এই দিন পালিত হয়েছে বেনুবন বিহারে। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী,উপমুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ। প্রদেশ কংগ্রেস দায়সারা ভাবে বীরবিক্রমকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।রাজপরিবার কি ভাবে এই দিন পালন করছে তা ওরাই বলতে পারবে।

ইতিহাস বলে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মণ আধুনিক ত্রিপুরার রুপকার। যদিও তা।

রাজধানী আগরতলাতো বটেই রাজ্যের যেখানেই যাওয়া যাবে সেখানেই বীরবিক্রমের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

সিঙ্গারবিল বিমানবন্দর থেকে শুরু করা যেতেই পারে। বর্তমান সরকার এসে এর নাম পরিবর্তন করে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসাযোগ্য কর্ম কান্ড। এই নাম পরিবর্তনের ফলে দেশ বিদেশে ত্রিপুরার নাম অধিকতর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। যদিও ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের নাম বিদেশে নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।একক প্রচেষ্টায় হউক বা বৃহৎ প্রচেষ্টায় হউক। আগরতলা বিমানবন্দরের ভূমিকা লঘূ করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে তোলা হয়েছিল সিঙ্গারবিল বিমানবন্দর।শুধু সিঙ্গারবিল নয়, খোয়াই, কমলপুর,কৈলাশহর বিমানবন্দর ও তখনই গড়ে তোলা হয়। সামরিক প্রয়োজনতো বটেই যোগাযোগের জনমতে ও বিমানবন্দর সাপনের অন্যতম কারন। এক্ষেত্রে বীরবিক্রম র নাম উল্লেখ করতেই হয়।

বীরবিক্রমের অবদান উল্লেখ করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।স্বল্পপরিসরে তার অবদান বিবৃত করাও বীরবিক্রম কে লঘু করে দেখানোর সামিল।তবু রেখাপাতের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বীরবিক্রম র রাজত্ব কালে আগরতলার বহুমুখী উন্নয়ন হয়েছিল। বীরবিক্রম আগরতলার জন্য বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।এই যেমন বিদ্যাপত্তন। কলেজ টিলা এলাকাকে কেন্দ্রকরে বিদ্যাপত্তনের রুপরেখা করা হয়।গড়ে তোলা হয় কলেজ।যার নাম এমবিবিকলেজ। ওখানে এখন তিনটি ডিগ্রী কলেজ,একটি বিশ্ববিদ্যালয়,আইন কলেজ রয়েছে।বিদ্যাপত্তনের চৌহদ্দি একে দিয়েছিলেন তিনি।বিশাল এলাকা। একদিকে জগহরিমুড়া, ধলেশ্বরের বৃহৎ অংশ,হাওড়া নদীর দক্ষিণ অংশ এবং আশ্রমচৌমুহনী। পরিকল্পনা ছিল এর মধ্যে থাকবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠান নেই।বরং বিদ্যাপত্তনের জায়গার অধিকাংশ জবর দখল হয়ে গেছে।সরকারী ও বেসরকারী মদতে। অভিযোগ অর্থের বিনিময়ে জমির পরচা গোঁজা মিল দিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার ধলেশ্বর এলাকায় যত বাড়ীঘর রয়েছে একটিরও পরচা নেই। আইনত পরচা না থাকলে আইনগতভাবে জমির মালিক নয় জবরদখল কারী।প্রফেসর কলোনীতে যত বাড়ীঘর রয়েছে তাঁরা একজন ও জমির মালিক নন। বেআইনি জবরদখল রোধে সরকার আগেও না এখনো কোন ব্যবসা গ্রহন করেনি।

অথচ পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ ওর কলেজ ক্যাম্পাস এমবিবি কলেজ। ওখানে রয়েছে বড় স্টেডিয়াম।কত ক্রিকেট হয়েছে জাতীয় স্তরের। এখন তা ইতিহাস।কলেজটিলা এখন অস্তিত্বের সংকটে।যদিও সম্প্রতি হয় কিছু কাজে হাত দেয়া হয়েছে।বহু আবাসিক অর্থাৎ কোয়াটার ছিল।ছিল প্রকৃতির খেলা। সবুজ হাসত।এখন সবুজ হারিয়ে যেতে বসেছে।পুরানো কোয়াটার গুলি ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে বর্ন চোরাদের দল।কলেজ লেইকগুলি কোনভাবে অস্তিত্ব ধরে রেখেছে।অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। বিপ্লব কুমার দেব স্বপ্ন দেখেন অনেক কিছু। কিন্তু এদিকে তার নজর আছে কিনা বলা কঠিন।অথচ এটি তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে।

বহু জলা বেদখল হয়ে গেছে।এখনো হচ্ছে। পুকুরগুলো ও বেদখল।নিজের নামে করে অনেকে ভরাট করে প্লটে প্লটে চড়া দামে বিক্রি করেছে।আবার কেউ কেউ বাহারী ফ্ল্যাট বানিয়েছে। জবরদখল কারী দের মধ্যে এমন কজন রয়েছেন যারা শিক্ষক তা করেছেন।আবার ভোট এলে নানা দলের প্রার্থী হয়ে পয়সা কামিয়েছেন।এটা সবাই জানে। বিদ্যার নামে এমন অভিনব অবিদ্যার খেলা সবাই তা দেখে।দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

এবার আসা যাক পুরাতন রাজভবনে,উওর গেইট,জ্যাকসন গেইট প্রসঙ্গে।

রাজভবনকে মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা যেতেই পারে। কিন্তু হচ্ছে কোথায়? প্রধান ফটক হাঁ করে থাকে। গবাদিপশুর বিতরন তখন তখন।আরো কত কিছু হয় কে জানে!

উওর গেটকে দৃষ্টি নন্দন করে তোলা মেতে পারে। হচ্ছে না।উওর গেইট থেকে রাজবাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দূধারে ঘোড়াশাল ছিল। ঘোড়াশাল এখনো তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।অথচ এটি সংস্কার করে সংরক্ষিত সান হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। হচ্ছে কৈ? এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কবছরের মধ্যে এর অস্তিত্ব থাকবেই না। কেননা ইতিমধ্যেই জবর দখল শুরু হয়েছে।

জ্যাকসন গেইট থেকে প্যারাডাইস,বটতলা রাস্তার দু''পাশে ছিল পথিকের বিশ্রাম, পথচলার রাস্তা।আজ সব জবর দখল।কে কাকে ঠেকাবে! সব অদ্ভুত ব্যাপার এই রাজ্যে।

রাজন্যযুগের সপতি,স্মৃতিগুলি একের পর এক হারিয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে জবরদখল,অথচ ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলি ধরে রাখা বা টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়াস দেখাই যাচ্ছে না।রাজন্য আমলের মূল্যবান গাছগুলো তো সেই কবেই ইতিহাসে সান করে নিয়েছে।এগুলি পথিকদের যেমন ক্ষনিকের জন্য আশ্রয় দিত,তেমনি পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ছিল।উন্নয়নের নামে শুধু এরাজ্যেই নির্বিচারে গাছগাছালী কেটে ফেলা হয় অথচ অন্যত্র তা নেই।

রাজন্যযুগের সব স্মৃতি তেমন অতীতের পাতায় যাওয়ার অপেক্ষায় তেমনি বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর র স্বপ্ন মুখথুবড়ে পড়ার প্রহড় গুনছে।আজ তো এসব নিয়েই ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার এসএফআই কাজল বর্মণ স্মরণসভার আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

রামকৃষ্ণনগরের ইছাখাউরিতে ড্রাগসের ডেরাতেই খুন বাপন পাল, গ্রেফতার মহিলা সহ চার

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : বছর কুড়ির বাপন পাল হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে রামকৃষ্ণনগর পুলিশ। চামেলাবাজারের পার্শবর্তী ইছাখাউরি গ্রামে বেআইনি ড্রাগসের ডেরাতে সংগঠিত বাপন পাল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দুষ্কৃতীরাও শিগগিরই ধরা পড়বে বলে আশাবাদী পুলিশ।
বৃহস্পতিবার সকালে রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি এমএল থিয়েক, মামলার তদন্তকারী অফিসার বিধান ধর সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল চামেলার পার্শবর্তী এলাকায় অভিযানে নামেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাফল্য আসে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলা সহ মোট চার জনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পরে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা বলে চারজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার চারজনই ইছাখাউরি গ্রামের বাসিন্দা। বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্যই স্থানীয়ভাবে ধৃতরা কুখ্যাত হিসেবে পরিচিত। ধৃতদের আব্দুল মতিন ওরফে সাকিল (৩৫), আব্দুল করিম (৩৫), আঙুরি বেগম (৩৫) এবং জয়নাল উদ্দিন (২৪) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।উল্লেখ্য, দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর থানার অধীনস্থ চামেলাবাজারে সেতুর নীচ থেকে মঙ্গলবার কাকভোরে উদ্ধার করা হয়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের লাশ। স্থানীয় জনগণ তখনই ধারণা করেছিলেন সর্বনাশা ড্রাগসের খপ্পরে পড়েই অকালমৃত্যুর করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পরের দিন বুধবার করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে গিয়ে নিজের ছেলে বাপন পালের লাশ শনাক্ত করেন রামকৃষ্ণনগরের কালিনগর বস্তির আশাকর্মী বিধবা মহিলা অনিতা পাল।
এদিকে রহস্যজনক এই ঘটনার সঙ্গে বেআইনি ড্রাগসের ব্যবসা জড়িত থাকার সন্দেহ ঘণীভূত স্থানীয় জনমনে। পাশাপাশি বাপন পালকে খুন করা হয়েছে এমন গুঞ্জন শুরু হয়েছিল এলাকার সচেতন মহলে। এছাড়া ইদানীং ড্রাগস ও নেশাসামগ্রীর পাচার সহ অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে রামকৃষ্ণনগর অঞ্চলে। স্বভাবতই পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় জনতা। বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তারা বাপন পাল হত্যাকাণ্ড, কদমতলার সন্ন্যাসীবাড়ির পার্শবর্তী স্থান থেকে মাস পাঁচেক আগে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের রহস্য উদ্ঘাটন ও সাম্প্রতিককালের কিছুসংখ্যক চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শিগগির গ্রেফতারের জোরালো দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন রামকৃষ্ণনগর থানা ও সার্কল অফিসে।
পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও নড়েচড়ে বসে। বৃহস্পতিবার তদন্তে নেমেই কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফল্য পায় পুলিশ। বাপন পাল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত চার দুষ্কৃতীকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্যও নাকি আদায় করেছে পুলিশ। রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি এমএল থিয়েক জানিয়েছেন, এলাকায় সংগঠিত খুন, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি সহ বেআইনি ব্যবসা ড্রাগস ও নেশাদ্রব্যের পাচার চক্রের বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে তাদের স্বীকারোক্তিতে। বাপন পাল হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য উদঘাটন হবে এবার।
তাদের স্বীকারোক্তিতে বাপন পালের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা স্পষ্ট হতে চলেছে। ধৃতরা প্রত্যেকেই ড্রাগস-আসক্ত এবং পাচারেও জড়িত রয়েছে। স্থানীয় কুখ্যাত ডাকাত ময়না মিঞার বাড়িতেই চলছিল বেআইনি ড্রাগসের ব্যবসা। বাপন পালও ড্রাগস নিত। গত শনিবার অত্যধিক মাত্রায় ড্রাগস নিয়েছে সে। এতে একসময় শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পাশাপাশি ড্রাগসের উপযুক্ত মূল্য দিতে পারেনি বাপন। ফলে হাতের দামি মোবাইল হ্যান্ডসেট আটকে রাখে কুখ্যাত ময়না মিঞা।
বাড়িতে ফেরার পর মোবাইল কোথায় জিজ্ঞাসা করেন বাপনের ঘরের সদস্যরা। পরেরদিন রবিবার মোবাইল আনতে পুনরায় ইছাখাউড়ি গ্রামে ময়না মিঞার বাড়িতে যাওয়ার পর ঘটে বিপত্তি। সেদিন রাতেই গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয় কুড়ি বছরের তরতাজা যুবক বাপন পালকে। রাতের অন্ধকারে গ্রামের জঙ্গলের পাশে ছড়াতে ফেলে দেওয়া হয় মৃতদেহটি। পরেরদিন সোমবার গভীর রাতে ছড়ার জলে ভেসে চামেলা বাজারের সেতুর নীচে আটকে পড়ে লাশ।
এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সমগ্র রামকৃষ্ণনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। পুলিশ ধৃতদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক বিধান ধর জানান, খুব শিগগিরই আসল রহস্য প্রকাশ পাবে। এলাকার একাধিক অপরাধজনিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাণ্ডাদের পাকড়াও করতে সক্ষম হবে পুলিশ, প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন অফিসার বিধান ধর।

অসমে প্রতি বছর হবে দুটি করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, করিমগঞ্জে শীঘ্রই : স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : অসমে প্রতি বছর দুটি করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করা হবে, বৃহস্পতিবার সরকারি এই সিদ্ধান্তের খবর শুনিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লখিমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২০১ জন স্টফ নার্সের নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা।
রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, চলতি বছরের নভেম্বর থেকে লখিমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কাজ শুরু হয়ে যাবে। ওই মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩৭৮ কোটি টাকা। এছাড়া ধুবড়ি এবং নগাঁওয়েও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণকার্য আগামী ২০২১ সালে শুরু হয়ে যাবে। তিনি জানান, শীঘ্রই করিমগঞ্জ, বিশ্বনাথ চারিআলি, গোয়ালপাড়া এবং চড়াইদেওয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করবে তাঁর সরকার। কেবল তা-ই নয়, গুয়াহাটিতেও খুব শিগগির দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হবে।
এছাড়া আগামী নভেম্বর থেকে চাংসারির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সয়েন্স (এইমস)-এর প্রথম বর্ষের পাঠ্যক্রম শুরু হওয়ার খবরও শুনিয়েছেন প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে। সঙ্গে অসমে শীঘ্রই ১৭টি ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপন হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

লিপুলেকের কাছে ক্ষেপণাস্ত্রের প্লাটফর্ম তৈরি করল চিনা সেনা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের লিপুলেকের কাছে সামরিক গতিবিধি বৃদ্ধি করেছে চিনা সেনাবাহিনী।কয়েকদিন আগেই সীমান্ত লাগোয়া এই অঞ্চলের সামনেই সৈন্য সমাবেশ ঘটেছিল চিন। প্রথম দফায় এক হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছিল চিন। দ্বিতীয় দফায় সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে দুই হাজার সেনা। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র থেকে জানা গিয়েছে যে এই অঞ্চলে ১০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে কংক্রিটের নির্মাণ করে চলেছে লাল ফৌজ। ভূমি থেকে আকাশ পথে যেকোনও লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম এমন ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে লাল ফৌজ।
উল্লেখ করা যেতে, লিপুলেখ হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে ভারত, নেপাল এবং চিনের সীমান্ত এসে মিশেছে। সম্প্রতি নিজেদের সদ্য প্রকাশিত মানচিত্রে ভারতের লিপুলেখকে নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল। নিজেদের নতুন মানচিত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। লিপুলেখের সামনে চিনা সেনার সমাবেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতের বিরুদ্ধে নেপাল এবং চিনের বন্ধুত্ব অনেক বেশি গভীরে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে আম আদমি পার্টি, জানালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে আম আদমি পার্টি বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে হওয়া এই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছে সরকার গড়বে আম আদমি পার্টি। উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচনে ঝাপাবে কেজরিওয়ালের দল।
বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।এই বিষয়গুলি হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান। উত্তরাখণ্ডের বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কেজরিওয়াল বলেন, বর্তমান সরকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সে রাজ্য থেকে বহু মানুষ ভিন রাজ্যে কর্মের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের সরকারি স্কুল এবং হাসপাতালগুলোর অবস্থা ভয়াবহ। বেসরকারি সংস্থাগুলো এই ফাঁকে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের জয়লাভ করে সরকার গড়বে আম আদমি পার্টি। দিল্লি মডেলেই সেখানে সরকার চলবে। দিল্লিতে বসবাসকারী উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দারা আম আদমি পার্টির দপ্তরে এসে ওই রাজ্যের নির্বাচন লড়াই করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছে।

সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে রাজীব গান্ধীর তৈলচিত্রে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, রাজ্যসভার সংসদ গুলাম নবি আজাদ, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ বিশিষ্ট সাংসদ ব্যক্তিত্বরা।
এদিনের সেন্ট্রাল হলের অনুষ্ঠানে বর্তমান সংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদেরা। প্রত্যেকেই প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। লোকসভার মহাসচিব স্নেহলতা শ্রীবাস্তব এবং রাজ্যসভার মহাসচিব দীপক বর্মা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
উল্লেখ করা যেতে, পারে ১৯৯৩ সালের ২০ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড় শংকর দয়াল শর্মা সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তৈলচিত্রের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছিলেন।

আরোগ্য লাভের হার বাড়ায় ভারতে করোনায় সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২১ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি স). সুস্থতার হার আরও বেড়ে আজ প্রায় ৭৪ শতাংশ হয়েছে।. নিশ্চিতভাবে আক্রান্তের তুলনায় সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা তিনগুণ বেশি।. বৃহস্পতিবার পিআইবি সূত্রে এ খবর জানানো হরেছে।. অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত রোগীর আরোগ্য লাভ এবং হাসপাতাল ও হোম আইসোলেশন থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে ভারতে কোভিড-১৯-এ সুস্থতার সংখ্যা আজ প্রায় ২১ লাখ।. ব্যাপক হারে নমুনা পরীক্ষা, আক্রান্তদের খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার কৌশল গ্রহণের ফলে আরোগ্য লাভের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৬৪ হাজার।. আদর্শ চিকিৎসা পরিষেবা প্রোটোকল মেনে চলা সহ দক্ষ চিকিৎসক, উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং সময়োপযোগী অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ফলেই এই সাফল্য পাওয়া গেছে। দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরোগ্য লাভ করেছেন ৫৮,৭৯৪ জন। একইভাবে, দেশে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭৪ শতাংশ (৭৩.৯১ শতাংশ)। এথেকে প্রমাণিত হয়, বিগত কয়েক মাসের তুলনায় এখন দ্রুত হারে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে।. ভারতে নিশ্চিতভাবে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৯৫-এর তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪ লক্ষের (১৪ লক্ষ ১০ হাজার ২৬৯) বেশি।আরোগ্য লাভের সংখ্যা রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশ কমছে। বর্তমানে মোট আক্রান্তের সংখ্যার কেবল ২৪.১৯ শতাংশ রোগী নিশ্চিতভাবে করোনায় আক্রান্ত।. নমুনা পরীক্ষা, যথাযথ নজরদারি এবং আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা অন্য ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে কোভিড -১৯ আক্রান্ত রোগীদের সময়োপযোগী জরুর চিকিৎস চিকিৎস চিকিৎস চিকিৎস এর ফলে, দেশে মৃত্যুহার কেবল কমেনি, সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী গড় মৃত্যু হারের তুলনায় ভারতে মৃত্যু হার আরও কমে বর্তমানে ১.৮৯ শতাংশ হয়েছে। অবশ্য, এখনও বেশ কিছু সংক্রমিত রোগী ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন।

কাছাড় জেলায় আরও ১৪৮ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ

শিলচর (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলায় বৃহস্পতিবার নতুন আরও ১৪৮ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এঁদের মধ্যে ১৩২ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং বাকি ১৭ জনকে আরটিপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে।
কাছাড়ে প্রতিদিন করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে। আক্রান্ত হচ্ছেন প্রথমসারির কোভিড যোদ্ধা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিও। বুধবার পর্যন্ত কাছাড় জেলার বহু স্বাস্থ্য কর্মীর শরীরে কোভিডের জীবাণু ধরা পড়েছে। আক্রান্ত হয়েচ্ছেন ব্যাঙ্ক কর্মী। এর মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শিলচর শাখার এক কর্মীর মৃত্যুও হয়েছে।
এদিকে মঙ্গলবার বেশ কিছুসংখ্যক স্বাস্থ্য বিভাগের ল্যাব টেকনেশিয়ানকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করায় টেস্টের গতি বুধবার থেকে বাড়ানো হয়েছে। তবে টেস্ট করাতে গিয়ে বাধাগ্রস্তও হচ্ছেন জেলা স্বাস্থ্য কর্মীরা। বিভাগীয়ভাবে জানানো হয়েছে, বেশ কয়েকজন টেকনিশিয়ানকে পজিটিভ পাওয়ার জন্য ডন বসকো স্কুল, বিটি কলেজ সহ কয়েকটি কোভিড টেস্ট সেন্টার বন্ধ করতে হয়েছে। তাছাড়া টেস্টের জন্য নতুন করে যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এএনএম বা অন্য স্টাফ, তাদের মধ্যেও অনেক পজিটিভ ধরা পড়েছে। শিলচর হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সামান্য জ্বর সর্দি কাশি অনুভব হলে টেস্ট করিয়ে নিতে আবেদন জানানো হয়েছে সর্বস্তরের কাছে।

করোনায় আক্রান্ত এটিকে-মোহনবাগানে তরুণ ডিফেন্ডার বরিস সিং থংজম

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ভারতের হয়ে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ খেলা তথা এটিকে-মোহনবাগানে তরুণ ডিফেন্ডার বরিস সিং থংজম। খবর অনুযায়ী ২০ বছর বয়সী রাইট-ব্যাকের করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বর্তমান ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে বরিস সিংই এখনও পর্যন্ত সবথেকে হাই-প্রোফাইল তারকা, যিনি করোনা সংক্রামিত হলেন।
আইএসএল মরশুম শুরুর আগে বেঙ্গালুরুতে কন্ডিশনিং ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ভারতের হয়ে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে মাঠে নামা বরিসের। তবে ক্যাম্পের আগে বাধ্যতামূলক করোনা টেস্টেই পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হন তিনি। যদিও তাঁর শরীরে কোনও উপসর্গ দেখা দেয়নি এবং তিনি আপাতত ভালো রয়েছেন বলে খবর।
শুধু অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপেই নয়, বরং দু’’টি মরশুমে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের হয়ে আই লিগেও নজর কেড়েছেন বরিস। যদিও এটিকের হয়ে আইএসএলে এখনও পর্যন্ত মাঠে নামা হয়নি তাঁর ।তবে এটিকের রিজার্ভ দলের হয়ে ডুরান্ড কাপে মাঠে নেমেছেন তরুণ ডিফেন্ডার।
২০১৩ সালে অনূর্ধ-১৪ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মণিপুরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বরিস। সেই থেকেই ফেডারেশনের নজরে ছিলেন তিনি। ফ্লয়েড পিন্টোর প্রশিক্ষণে স্পেনে অনুষ্ঠিত কোটিফ টুর্নামেন্টে আর্জেন্তিনাকে হারানো অনূর্ধ-২০ ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন বরিস।

কৃত্রিম ভাবে তৈরি হল যক্ষা ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধী ফ্লেভোনয়েড

নয়াদিল্লী, ২০ আগস্ট (হি. স.). বংগোসাফ্লেভোনয়েড, পোডোকারফ্লেভোন এবং আইসোফ্লেভোনের মতো ফ্লেভোনয়েড যৌগ গাছপালায় পাওয়া যায়। যক্ষা ও চিকুনগুনিয়ার মতো অসুখ এই ফ্লেভোনয়েড প্রতিহত করে।প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা এই যৌগটি পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন।বৃহস্পতিবার পিআইবি এ খবর জানিয়ে বলে, এর ফলে ঔষুধী গাছের ওপর ফ্লেভোনয়েডের জন্য নির্ভর করতে হবেনা।সারা বছর ধরে এটি পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের স্বশাসিত সংস্থা আঘারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একদল গবেষক এই কাজে সাফল্য পেয়েছেন।প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে কোভিড -১৯ এর চিকিৎসার জন্য ফ্লেভোনয়েড কার্যকর।আঘারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডঃ প্রতিভা শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে গবেষকরা বংগোসাফ্লেভোনয়েড, পোডোকারফ্লেভোন এবং আইসোফ্লেভোন থেকে কৃত্রিমভাবে এই ফ্লেভোনয়েডানিষ এহৈভোনয়েড নিষ্কাপে করতে পেরেছেন। ডঃ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন সাধারণভাবে টমেটো, পেঁয়াজ, লেটুস, আঙুর, আপেল, স্ট্রবেরি সহ বিভিন্ন শাকসব্জীতে ফ্লেভোনয়েড থাকে। ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ খাবার হৃদযন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক, মস্তিষ্ক সহ শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে দেখা দেওয়া নানা অসুখ প্রতিহত করে। যেহেতু ফ্লেভোনয়েড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সে কারণে কোভিড -১৯ মহামারীর সময়ে এই উপাদানটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।আর তাই এর চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা এটি গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করায় সকলের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

হোজাই রেলস্টেশনে মৃতদেহ ও আহত যুবক উদ্ধার, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক এক

হোজাই (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : মধ্য অসমের হোজাই রেলওয়ে স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে বৃহস্পতিবার সকালে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, একই সঙ্গে বিজয় মজুমদার নামের এক যুবককেও আহত অবস্থায় উদ্ধার করার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রেল পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ে ভুগননী ফোকননী সিভিল হাসাপাতালে পাঠিয়েছে। এছাড়া আহত বিজয়ের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রেল পুলিশ বীরবল চৌহান নামের এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।
জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ হোজাই রেল স্টেশনের ম্যানেজের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক পড়ে রয়েছে দেখে রেলওয়ে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পাশাপাশি কারবি আংলং জেলার উত্তর বড়বিল এলাকার জনৈক বিজয় মজুমদারকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করে রেল পুলিশ। বিজয় মালাকারের পরিচয় পাওয়া গেলেও মৃত যুবককে শনাক্ত করা যায়নি।
এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্টেশন চত্বরে চলমান নির্মাণকার্যে নিয়োজিত বীরবল চৌহান নামের শ্রমিক একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে রেল পুলিশ। হোজাই রেলওয়ে থানার কাছে সংগঠিত এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডের কারণও এখন পর্যন্ত বের করতে পারেনি পুলিশ। তবে আহত বিজয় মজুমদারের জবানবন্দির উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, বিজয় রেল স্টেশন চত্বরে নির্মামকার্যে নিয়োজিত শ্রমিকদের রাঁধুনি হিসেবে কাজ করত। কিন্তু গতরাতে রেলওয়ে দফতরের কাজে নিয়োজিত মদ্যপানরত একাংশ শ্রমিক তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আচমকা তার ওপর হামলা চালায়। তার হাত পা বেঁধে তাকে নাকি ছয়-সাতজন শ্রমিক মারধর করেছে। বেধড়ক পিটুনিতে সে মাটিতে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায়।
এদিকে ঘটনার তদন্ত করতে লামডিং থেকে রেল পুলিশের এক দল হোজাই এসেছে। দলের জনৈক পদস্থ অফিসার জানান, তদন্ত শুরু করেছেন। হত্যাকাণ্ড এবং মারধরের আসল কারণ শীঘ্রই তাঁরা জানতে পারবেন।

আমাদের চিকিৎসক সম্প্রদায় দেশকে গর্বিত করেছে“ পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লী, ২০ আগস্ট (হি স). ’আমাদের সমস্ত চিকিৎসক সম্প্রদায় দেশকে গর্বিত করেছে এবং বিশ্বকে দেখিয়েছে যে বাণিজ্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারত নির্ভরযোগ্য অংশীদার হতে পারে।.’ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এ কথা বলেন। পিআইবি সূত্রের খবর, বণিক সভা সিআইআই আয়োজিত দ্বাদশ মেডটেক বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন, ওষুধ শিল্পে ভারতের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।. এখন ভারত শুধু দেশেই নয় বিশ্বজুড়ে ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ করতে পারে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি দেশে তৈরি করা হচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। দেশের চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকর্মী সহ সমগ্র চিকিৎসক সম্প্রদায় ভারতের সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে নিরলসভাবে সাধারণ মানুষের সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। গোয়েল বলেন, ” আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারত বিশ্বকে দেখিয়েছে একটি কঠোর লকডাউন মানে কী এবং দ্রুত আরোগ্যলাভ কেমন।. ” কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশে কোভিড —১৯ এ আরোগ্যের হার ৭০ শতাংশের বেশি।
প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত গঠনে এবং চিকিৎসা পেশায় যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রী গোয়েল বলেন, প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সচেনতার প্রসারও ঘটাতে হবে।দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুক্ত শিল্পগুলির বিকাশে গুরুত্ব দিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।শ্রী গোয়েল বলেন, আত্মনিভর ভারত গঠনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।. স্বাস্থ্য পরিষেবায় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে যে আইডি কার্ড দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এতে রোগী ও রোগীর পরিবার উপকৃত হবেন এবং রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসাও সুনিশ্চিত হবে বলে তিনি জানান।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতকে বিশ্বের ওষুধ প্রস্তুতকারী হাব হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশ্বমানের হাসপাতাল নির্মাণ করতে করতে হবে।

কলকাতার সিএনসিআইয়ে নতুন ক্যাম্পাসে ওপিডি চালু

নয়াদিল্লী, ২০ আগস্ট (হি.স.) :কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন কলকাতার চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান (সিএনসিআই) রাজারহাটের নতুন ক্যাম্পাসে রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে বহির্বিভাগ ওপিডি চালু হলো। প্রাথমিকভাবে এই ওপিডি পরিষেবায় শল্যচিকিৎসা ও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার সুবিধা মিলবে।. তবে খুব শীঘ্রই প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ক সুবিধা সহ কেমোথেরাপি”র পরিষেবা চালু করা হবে। বর্তমানে কলকাতার এসপি মুখার্জি রোডে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলছে।দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে, এই প্রতিষ্ঠানের নাম চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান দেশের সেবায় কাজ করে চলেছে।. এটি দেশের পূর্বাঞ্চলে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।. ক্যান্সার রোগ নির্ণয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ও মানসম্পন্ন ক্যান্সার চিকিৎসায় পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য, কলকাতার রাজারহাটে আরও বড় আকারে সিএনসিআইয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।. এই ক্যাম্পাস সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হলে সেখানে

ছয়ের পাতায়

সীমান্ত লাগোয়া সামরিক বিমান ঘাঁটিগুলিতে গতিবিধি বাড়িয়েছে চিন, নজরদারি চালাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): সীমান্ত লাগোয়া চিনের সাতটি সামরিক বিমানঘাঁটিতে যুদ্ধবিমানের গতিবিধি বেড়ে গিয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ভারত।কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্রসহ একাধিক সূত্র থেকে নজরদারি চালাচ্ছে ভারত।
পূর্ব লাদাখে সীমান্তের কাছে সামরিক সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশি চিনের নজর উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির উপর রয়েছে। পূর্ব লাদাখ ছাড়াও উত্তর-পূর্ব রাজ্য বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে চিনা বায়ুসেনার গতিবিধি বেড়ে গিয়েছে।এইসব সামরিক বিমানবন্দরগুলিতে বিমান অবতরণের এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি উন্নত মানের বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে এখানে। হেলিকপ্টার নেটওয়ার্ক সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে।ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি জোরদার করানোর জন্য নিজেদের সার্ভিলেন্স প্রযুক্তিকে আপগ্রেড করেছে চিন।
উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখে চিনকে টক্কর দেওয়ার জন্য সুখই ৩০ এম কে আই, মিগ ২৯, জাগুয়ার, মিরাজ ২০০০ মত যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে ভারত। পাল্টা উপগ্রহ সহ একাধিক উপায় নজরদারি চালাচ্ছে ভারত। নিজেদের হাতে রাফাল চলে আসায় ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি এখন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুড়ি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয় --- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

ডিপ্রেশন কমায় না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর উন্নতমানের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যোগ করেন ক্যাথরিন। আরো বলেন, ডিপ্রেশন নিরাময়ক ওষুধের চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মানসিক অবসাদ কিছুটা কমায়। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য খুবই কম।

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেশন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

বিগত গবেষণাগুলোতে মেজর ডিপ্রেশনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষন্নতার প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেশন কমায়, এর প্রমাণ খুব কম।

একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন।

তারা বলেছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেশন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্লিটন জানান, ডিপ্রেশনের ওপর ওমেগা ৩

বীর্যের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীর্যস্থান বলতে বুঝায় পুর্নতৃপ্তিতে বীর্য স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টোমুখী বীর্যপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোত্থান অথবা মিলনে চরমানন্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই. এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় --- তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলি মুখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখা বীর্যস্থলরেন অন্যান্য কারণ সমূহ --- মূত্রথলি মুখে অস্ত্রোপচার। মুষ্ক অন্ডকোষে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্ডকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অন্ডকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া. স্পাইনাল কড তথা মেরুদন্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি বিপরীতমুখী বীর্যস্থল এর লক্ষণ সমূহ--- উল্টামুখী বীর্যস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল --- বীর্যহীন চরমানন্দ খুব অল্প পরিমাণে বীর্য নির্গত হওয়া--- পুরুষ বান্ধত্ব্য। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি— উল্টোধাবিত বীর্যস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পাশ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে. বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের সমস্যা— উল্টাধাবিত বীর্যস্থলনের বহুল প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধত্বের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীর্যস্থলন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা--- জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরের হজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপাটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটিঅ্যাসিড রয়েছে যা লিভার পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

পা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘামার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভোগই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা ঘাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার হাত পা ঘামতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তোলবে। বংশঘতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ। কেন হয় পায়ের দুর্গন্ধ। পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। ঘেমে যাওয়ার ফলে পায়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ে আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।

রোধ করুন সহজেই—

পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন। বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলুন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখুন। চাইলে জুতায় মাঝে মধ্যে পাউডার দিয়ে রাখতে পারেন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম শুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের সঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আমাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। হাড়ের রোগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা—

একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা—

ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি।

স্টেরয়েড ব্যবহার করা—

অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

জাতীয় নিয়োগকারী সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক : ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কর্মী, জন অভিযোগ, পেনশন, আণবিক শক্তি ও মহাকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, অভিন্ন যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা (সিইটি) পরিচালনার জন্য জাতীয় নিয়োগকারী সংস্থা (এনআরএ) গঠনের যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে তা ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বৈপ্লবিক সংস্কারকে নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্ত নতুন এক যুগের সূচনা করবে। সিইটি-র মাধ্যমে এনআরএ কেন্দ্রীয় সরকারি গ্রুপ-বি এবং সি পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করবে। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হবে এবং দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি করায় প্রায় ১ হাজারটি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা প্রার্থীদের সুবিধা হবে। যারা প্রত্যন্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলে থাকেন, বিশেষত মহিলাদের, সময় ও অর্থ দুই-ই বাঁচবে।

ডঃ সিং বলেছেন, এনআরএ আগামী বছর থেকে কার্যকরী হবে। এর সদর দফতর হবে দিল্লিতে। মন্ত্রী রাজ্য সরকারগুলিকে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মনোভাবে এই ব্যবস্থায় সামিল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন রেল, অর্থ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, এসএসসি, আরআরবি এবং আইবিপিএস-এর প্রতিনিধিরা এই ব্যবস্থায় যুক্ত থাকবেন। কেন্দ্রীয় সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে এনআরএ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

পরীক্ষা প্রার্থীদের বিভিন্ন নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় বসতে হবেনা। এছাড়াও নিয়োগ সংক্রান্ত সংস্থাগুলির আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা জনিত নানা বিষয় ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পাওয়ার সমস্যা থেকেও রেহাই মিলবে। ডঃ সিং বলেছেন প্রতি বছর আড়াই থেকে ৩ কোটি পরীক্ষাপ্রার্থী এই ধরণের পরীক্ষাগুলিতে বসেন। সিইটি-র মাধ্যমে এখন থেকে একবার পরীক্ষায় বসলেই হবে। এর র ফলে পরীক্ষাপ্রার্থীরা উপকৃত হবেন।

শ্রম ব্যুরোর পরিধি বাড়াতে ডিজিটাল পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : শ্রম ব্যুরোকে তার পরিধি আরও বাড়ানোর জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার এখানে এক বিভাগীয় অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার।

তিনি বলেন, বর্তমানের আধুনিক ডেটা অ্যানালিটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর পদ্ধতিগুলি দৈনন্দিন কাজকর্মে আরও দক্ষতা নিয়ে আসতে পারে। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ডাটা বেস বা তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনের উল্লেখ করে গাঙ্গোয়ার আরও বেশী তথ্য সংগ্রহ ও স্বল্প সময়ের মধ্যে তা যাচাইয়ের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, কাগজপত্রবিহীন কাজকর্মের লক্ষ্য পূরণে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া বর্তমান সময়ের চাহিদা হয়ে উঠেছে। তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলি বিশ্লেষণের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বড় গুরুত্ব রয়েছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীন শ্রম ব্যুরোর সরকারি প্রতীক এদিন এখানে প্রকাশ করেন সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার। প্রতীক প্রকাশ অনুষ্ঠানে মন্ত্রকের সচিব হীরালাল সামারিয়া, লেবার ব্যুরোর মহানির্দেশক শ্রী ডি পি এস নেগি সহ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন দিল্লির শ্রমশক্তি ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শ্রম ব্যুরোর চেষ্টার প্রশংসা করে শ্রী গাঙ্গোয়ার বলেন, ১৯৪১-এ সিমলায় জীবনযাপনের খরচ সংক্রান্ত নির্দেশালয় স্থাপিত হয়। সে সময় এই ধরনের কার্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা। এছাড়াও, পারিবারিক খরচের সূচক সম্বলিত তথ্য একত্রিত করা হত। দেশে সেই সময়ে অভিন্ন পদ্ধতিতে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের বড় ভূমিকা ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও বৃহত্তর স্বার্থে

শ্রমনীতি প্রণয়নের প্রেক্ষিতে আরও সুসংবদ্ধ শ্রমক্ষেত্র সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৬-এর ১ অক্টোবর শ্রম ব্যুরো স্থাপন করা হয়। তখন থেকে এই ব্যুরো বা কার্যালয় সর্বভারতীয় স্তরে শ্রমক্ষেত্রের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের সমাবেশ, বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যা প্রচারের কাজে যুক্ত রয়েছে।

গাঙ্গোয়ার বলেন, সরকার কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে এবং এই প্রচেষ্টাকে

সফল করে তোলার জন্য প্রকৃত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলক্ষে তিনি ও মন্ত্রকের সচিব সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, শতক পুরনো ৪৪টি শ্রম আইন একত্রিত করে চারটি বিধিতে পরিণত করা হচ্ছে। এই চারটি বিধির মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। বাকি তিনটি আইনে পরিণত করার জন্য ইতিমধ্যেই লোকসভায় পেশ হয়েছে। বাকি তিনটি বিধি আইনে পরিণত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান ক্রমতালিকায় আরও ওপরে উঠে আসবে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলস্বরূপ, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠবে। এমনকি, শ্রম ব্যুরো আরও সহজভাবে শ্রম সংক্রান্ত তথ্য

সংগ্রহ করতে পারবে।শ্রম সচিব লেবার ব্যুরোকে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শ্রম আইন সংস্কারের প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য লেবার ব্যুরোকে আরও বেশি দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। শ্রম ব্যুরোর নতুন লোগোটিকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এই কার্যালয় যে প্রকৃতপক্ষেই তথ্য-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও লোগোটিতে ব্যুরোর তিনটি উদ্দেশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলি হল—কর্মদক্ষতা, তথ্য যাচাই এবং প্রকাশিত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা। তিনটি রং বিশিষ্ট লোগোচিত্রটি জাতীয় পতাকার রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের সাফল্যের প্রকৃত চিত্রটিকেও অনুপম রূপ দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ই-সঞ্জীবনী রেকর্ড ২ লক্ষ টেলি-পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের ”ই-সঞ্জীবনী” ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ২ লক্ষ টেলি-পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। টেলি-মেডিসিন পরিষেবায় এটি এক বড় সাফল্য বলে মনে করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

সূত্র মারফত জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন গত ৯ আগস্ট এই টেলি-পরিষেবায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার পরামর্শদানের সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার পর কেবল ১০ দিনের মধ্যেই ২ লক্ষ টেলি-পরিষেবা প্রদানের মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ই-সঞ্জীবনী প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি, চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রাপকরা খুব সহজে বিভিন্ন পরামর্শ পাচ্ছেন। করোনার সময় জটিল পরিস্থিতিতে এই প্ল্যাটফর্ম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

করোনা-আক্রান্ত জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, ভর্তি হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): এবার মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ আসায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার টুইট করে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত জানিয়েছেন, শরীর খারাপের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় করোনা-টেস্ট করিয়াছিলাম, সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত টুইটারে আরও লিখেছেন, বিগত কয়েকদিনে আমার সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ স্বয়ং আইসোলেশনে থাকুন এবং নিজেদের টেস্ট করান। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন এবং নিজেদের যত্ন নিন।

সুশান্ত মামলায় সিবিআই তদন্তকে স্বাগত শরদ পাওয়ারের

মুম্বই, ২০ আগস্ট (হি. স.): জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন এনসিপি সুপ্রিমো তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ার। তিনি জানিয়েছেন রাজ্য সরকার সিবিআইকে পূর্ণভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে তদন্তভার দিয়েছে। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। তদন্তে সিবিআইকে ছয়ের পাতায়

অসমে গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৪,৩১৭, মৃত্যু ২১৩ জনের, সক্রিয় ২৩,৭৫৩ জন

গুয়াহাটি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : কোভিড আরোগ্যের সংখ্যা ৬০ হাজারের সীমা অতিক্রম করলেও নতুন ২,১১৬ জন আক্রান্তকে নিয়ে অসমে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৪,৩১৭। তাছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,০৫৪ জন। এ নিয়ে আরোগ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০,৩৪৮-এ। এছাড়া এখনও সক্রিয় রোগী ২৩,৭৫৩ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। তবে গতকাল একদিনে সর্বাধিক দশজন করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার রাত সাড়ে দশটায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইট আপডেটে এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৫.২৩ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় ৪০,৩৮৯টি টেস্টে নতুন ২,১১৬ জনকে পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আক্রান্ত তিন রোগীকে বহিঃরাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে আরও দশজন কোভিড রোগী প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের নিয়ে অসমে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা ২১৩-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ শনাক্ত যাঁরা হয়েছেন তাঁরা কামরূপ মহানগরের ৩১১ জন, কাছাড় জেলার ১৯০ জন, ডিব্রুগড়ের ১৭৪ জন এবং যোরহাট জেলার ১২৫ জন।

এছাড়া নিহত দশজন হলেন ডিব্রুগড়ের সুভাষ ঘোষ (৪২), গোলাঘাটের ফিরোজ হুসেন (৫৭), নগাঁওয়ের ফজলউদ্দিন আহমেদ (৭৩), কামরূপ মহানগরের মনোয়ারা বেগম (৪০) ও সীঘেশ্বর রাই (৮৮), করিমগঞ্জের কল্যাণব্রত চৌধুরী (৫০) ও রঞ্জনা ভট্টাচার্য (৫১), হাইলাকান্দির বিমলেন্দু রায় (৬৪), কাছাড়ের বিমলেন্দু চক্রবর্তী (৮৪) ও সীতাংশু চন্দ (৭৮)।

রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু, সমাপ্ত হবে ৩৬-৪০ মাসের মধ্যেই : ট্রাস্ট

অযোধ্যা, ২০ আগস্ট (হি.স.): শুরু হয়ে গেল শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের নির্মাণ কাজ। শুধুমাত্র পাথর দিয়ে তৈরি হবে রাম মন্দির, ব্যবহার হবে না কোনওরকম লোহা। রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে ৩৬-৪০ মাসের মধ্যেই। বৃহস্পতিবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এদিন জানান, কেবল মাত্র পাথর দিয়েই তৈরি করা হবে রাম মন্দির। পাথরের তৈরি সেই মন্দির হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভূমিকম্প, ঝড় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মন্দিরের কিছু হবে না।

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট টুইট করে জানিয়েছে, শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মন্দিরস্থলে মাটি পরীক্ষা করছেন ইঞ্জিনিয়াররা। ৩৬-৪০ মাসের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অপর একটি টুইটে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র পাথর দিয়ে তৈরি হবে মন্দির, ব্যবহার হবে না লোহা।

রাম মন্দির তৈরির প্রক্রিয়ায় আইআইটি মাদ্রাজ ও সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিবিআরআই) যুক্ত রয়েছে। কোনও নির্মাণের আগে সেখানকার মাটির শক্তি পরীক্ষা করা হয় ও মাটির ধারণ ক্ষমতা নির্মাণকে ধরে রাখার উপযোগী করতে তুলতে হয়। সেই কাজ করবেন চেন্নাই আইআইটির বিশেষজ্ঞরা। ভূমিকম্পের ধাক্কা যাতে মন্দির সহ্য করতে পারে, সে কাজ দেখবে সিবিআরআই। লারসেন অ্যান্ড টুবরো মন্দির নির্মাণ প্রক্রিয়ার পুরোটা দেখাশোনা করবে।

৮ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,২০৮ জনের, সংক্রমিত ২,৯০,৯৬৮

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্ট (হি.স.): মৃত্যুর সংখ্যা ফের বাড়ল পাকিস্তানে, একইসঙ্গে সংক্রমণে কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১৩ জন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৬৮-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৫,৮০০ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৭০,৬০ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৫,৪৬৮, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৪২৫, বালোচিস্তানে ১২,৪০৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৫৮৩, আজাদ কাশ্মীরে ২,২১৯।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫১৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,২০৮ জনের। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,৯৪৫ এবং সুস্থ হয়েছেন ২৭২,৮০৫ জন।

সিবিআইয়ের জন্য কোয়ারেন্টাইন বিধি কিছুটা শিথিল করল পৌরসভা

মুম্বই, ২০ আগস্ট (হি. স.): সুশান্ত সিং রাজপুতের রহস্যজনক মৃত্যু তদন্ত করতে মুম্বইতে আসতে চলেছে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। এর জেরে কোয়ারেন্টাইন বিধির পরিবর্তন করল মুম্বই পৌরসভা। মুম্বই নগর নিগমের কমিশনার ইকবাল চাহাল জানিয়েছেন, যদি সিবিআই আধিকারিকেরা মুম্বইতে সাতদিন পর্যন্ত থাকে এবং তাদের কাছে যদি রিটার্ন টিকিট থাকে তবে কোয়ারেন্টাইন বিধি তাদের ওপর আরোপ করা হবে না। কিন্তু সাত দিনের বেশি থাকলে কোয়ারেন্টাইন বিধি তাদের ওপর যাতে না আরোপ করা হয় সেই জন্য মুম্বই পৌরসভার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে বিহার পুলিশের আধিকারিক বিনয় কুমার যখন মুম্বাইতে এসেছিলেন সুশান্তের তদন্ত প্রক্রিয়া জন্য তখন তাকে কোয়ারেন্টাইন করে রেখেছিল পৌরসভা।গোটা বিষয়টা নিয়ে নিন্দার ঝড় হয়েছিল সারাদেশে।সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল মুম্বাই পুলিশ, পৌরসভা এবং রাজ্য প্রশাসনকে। কিন্তু এবার সিবিআই আধিকারিকরা আসছে দেখে নিয়ম কিছুটা শিথিল করল মুম্বই পৌরসভা।

শিলিগুড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান

শিলিগুড়ি ২০ আগষ্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর ৪টা নাগাদ ওই এলাকায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় চার ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মভূত হয়ে যায় বেশ কয়েকটি দোকান। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৈষ্ণবসাধক শ্রীমন্ত শংকরদেবের আদর্শ অনুকরণ করার আহ্বান রাজ্যপাল জগদীশ মুখির

গুয়াহাটি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : মহান বৈষ্ণবসাধক শ্রীমন্ত শংকরদেবকে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। আজ বৃহস্পতিবার ৪৫২ তম তিরোভাব দিবস মহান বৈষ্ণবসাধক শ্রীমন্ত শংকদেবের। মানবসমাজে তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন রাজ্যপাল।

এক বার্তায় রাজ্যপাল মুখি বলেছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত শ্রীমন্ত শংকরদেব অসমের জীবন ও সংস্কৃতিতে যে অবদান রেখে গেছেন তা মানবজাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি একজন বহুমুখি প্রতিভাসম্পন্ন মহান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগীত রচয়িতা, শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভাবক, বিশ্বমানের অনুবাদক, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক গুরু। রাজ্যপাল আরও বলেন, বৈষ্ণবসাধক মহাপুরুষ শঙ্করদেব অসমকে সাংস্কৃতিকভাবে সুসংহত করে গেছেন। বর্ণ-বাধা ধ্বংস করে, ‘এক ঈশ্বর এবং এক জগত’-এর প্রবর্তন করে সমাজের নিম্নস্তরে বসবাসকারী নারী-পুরুষকে উন্নত করে সমাজকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। এই মহাপুরুষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কৃষি উৎপাদন উন্নত করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল অসমের সর্বস্তরের জনতাকে মহান এই সন্ত প্রচলিত শিক্ষা ও প্রদর্শিত আদর্শ অনুকরণ করে মানবতার স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করতে আবেদন জানান।

কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): আর্থিক এবং করোনা সংকটের মাঝে মাঝে বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, আগামী দিনে বিপুল সংখ্যক যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান দিতে পারবে না দেশ। গোটা দেশজুড়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জন্য সরকারের নীতিগুলি দায়ী। দেশজুড়ে কর্মসংস্থানের পরিসর কমে যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিজের ভিডিও বার্তায় রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্যই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সকল যুবক যুবতীদের চাকরি দিতে পারবে না দেশ।আগামী ছয় সাত মাসের মধ্যে বাস্তব পরিস্থিতি সভার সমক্ষে হবে। তখন বেকারত্বের হার ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে রাহুল গান্ধী দেশজুড়ে দুই কোটি মানুষের কর্মহীন হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বেকারত্ব নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ”রোজগার দো” নামে প্রচারও চালিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।কংগ্রেসের মত হচ্ছে যে যুবশক্তি হচ্ছে ভারতের প্রকৃত শক্তি। একে দুর্বল করে রাখলে চলবে না। কর্মসংস্থান তৈরি করে তাদের সবল করে তুলতে হবে।

প্রশান্ত ভূষণের জন্য আদালত চত্বরে বিক্ষোভ আইনজীবিদের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আদালত অবমাননার মামলা দোষীসাব্যস্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর বিরুদ্ধে একদল আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের মধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়ন, প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, আইসা সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি। বৃষ্টির মধ্যেও হাতে ব্যানার এবং পোস্টার নিয়ে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে একশোরও বেশি আইনজীবী। বিক্ষোভকারী আইনজীবীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ব্রিটিশ আমল থেকে আদালত অবমাননা আইন চলে আসছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোনও গণতান্ত্রিক বিরোধ দমানোর জন্য এই আইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রশান্ত ভূষণ হচ্ছে জনগণের আইনজীবী। অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের দিল্লি স্টেটের সচিব সুনীল কুমার জানিয়েছেন, ২৮ বছর আগে কল্যাণ সিং যে হলফনামা দায়ের করেছিল এখনও পর্যন্ত তার কোনো ফয়সালা হয়নি। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই বলেছিল কোনও বিচারপতির সমালোচনা করাটা আদালত অবমাননার পর্যায় পরে না।

প্রখ্যাত পেইন্টার এবং চিত্রগ্রাহক রাম ইন্দ্রনীল কামাতের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া সাংস্কৃতিক মহলে

মুম্বই, ২০ আগস্ট (হি. স.): প্রখ্যাত পেইন্টার এবং চিত্রগ্রাহক রাম ইন্দ্রনীল কামাতের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের সংস্কৃতি মহলে। মুম্বইয়ের মাতুঙ্গায় বুধবার রাতে নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হয়েছে তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১। ফ্ল্যাটে শৌচাগারের বাথটভ থেকে ওইদিন রাতে প্রখ্যাত এই চিত্রগ্রাহকের নিথর শরীর উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে মিলেছে সুইসাইড নোট। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান আত্মঘাতী হয়েছেন কামাত। বিষ পান করে বা অন্য কোন কারণে মৃত্যু হয়েছে তার সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই হতাশায় ভুগছিলেন রাম ইন্দ্রনীল কামাত। লকডাউনের সময় তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। মাতুঙ্গা ওই ফ্ল্যাটে নিজের মা ও বোনকে নিয়ে থাকতেন অবিবাহিত কামাত। সুইসাইডনোটে নিজের মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করে যাননি কামাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে বুধবার বিকেলে শৌচাগারে স্নান করতে ঢুকে কামাত। অনেকক্ষণ ধরে বেরিয়ে না আসার কারণে ডাকাডাকি করতে থাকে পরিবারের সদস্যরা। দরজা না খোলায় তার মা প্রতিবেশীদের ডাক দেয়। দরজা ভেঙে প্রতিবেশীরা কামাতে নিথর দেহ দেখতে পায়। ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মা এবং বোনকে।

প্রণবের শারীরিক অবস্থায় সামান্য উন্নতি, গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): বেশ কিছু দিন পর অবশেষে সুসংবাদ। প্রাক্তন রাষ্ট্রাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় সামান্য উন্নতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থায় সামান্য উন্নতি হয়েছে। যদিও ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্লিনিক্যাল মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে এবং চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছে।

গত ৯ আগস্ট বাড়ির শৌচাগারে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান প্রণববাবু। তার জেরে স্নায়ুঘটিত সমস্যা দেখা দেওয়ায় পর দিন সকালে দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখানে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। সেই সঙ্গে করোনা সংক্রমণও ধরা পড়ে। তার পর থেকেই ভেন্টিলেটরে রয়েছেন প্রণববাবু।

উত্তর প্রদেশে মেডিক্যাল ছাত্রী খুনে গ্রেফতার ডাক্তার, শুরু হয়েছে তদন্ত

আগ্রা, ২০ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশে মেডিক্যাল ছাত্রী খুনের ঘটনায় চিকিৎসককে গ্রেফতার করল পুলিশ। আগ্রার এস এন মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তর পর্বের ওই ছাত্রীর দেহ বুধবার সকালে ক্যাম্পাসের কয়েক কিলোমিটার দূরে (এম এম গেট থানার অন্তর্গত বামরোলি আহির এলাকা থেকে) উদ্ধার হয়। গত মঙ্গলবার বিকেল থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, ২৫ বছরের ওই মেডিক্যাল ছাত্রীর দেহে বেশ কয়েকটি গভীর ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এটি খুনের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবার সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে কলেজে গিয়েছিলেন তিনি। গভীর রাত পর্যন্ত খোঁজ না মেলায় পরিবারের তরফে স্থানীয় থানায় অপহরণের অভিযোগ করা হয়। বহু খোঁজাখুঁজির পর বুধবার ওই ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।নিহতের পরিবারের অভিযোগ, ধৃত চিকিৎসক বিবেক তিওয়ারি বেশ কিছুদিন ধরে বিয়ে করার জন্য ওই ছাত্রীকে বিরক্ত করছিল। পুলিশ সুপার বাবলু কুমার বৃহস্পতিবার জানান, “বিবেক তিওয়ারির বাড়ি কানপুরে। জালৌনে (আগরা থেকে প্রায় ২২৩ কিলোমিটার দূরে) একটি ক্লিনিক রয়েছে। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।”

মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১৩১ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ১০,৪৯১

মুম্বই, ২০ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। ২৪ ঘন্টায় আরও দু”জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩১ জন পুলিশ কর্মীর। বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১২,৮৭৭ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০,৪৯১ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,২৫৫ জন।বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৩১ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১০,৪৯১ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ২,২৫৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১৭ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে দু”জন পুলিশ কর্মীর।

দিল্লিতে দ্বিতীয় দফায় সিরো সমীক্ষায় ২৯.১০ শতাংশ জনগণের শরীরে অ্যান্টিবডি মিলেছে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে হওয়া দ্বিতীয় দফার সিরো সমীক্ষার পরিণাম বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ২৯.১০ শতাংশ দিল্লিবাসীর শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। পুরুষদের তুলনায় বেশি অ্যান্টিবডি মহিলা এবং শিশুদের শরীরে পাওয়া গিয়েছে। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দফায় সিরো সমীক্ষায় ১৫ হাজার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১২ হাজারের রিপোর্ট চলে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে দিল্লির ২৯.১০ শতাংশ জনগণের শরীরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। ১ থেকে ৭ আগস্টের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়। পুরো নমুনা যাচাই করার পরই পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি সামনে আসবে।এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২৮.৩ শতাংশ পুরুষ, ৩২.২ শতাংশ মহিলা এবং ৩৪.৭ শিশুর শরীরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার ইমিউনিটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। ১৮ থেকে ৪৯ বয়সীদের মধ্যে ২৮.৫ শতাংশ এবং ৫০ বছর বয়সী ও তার বেশিদের মধ্যে ৩১ শতাংশের শরীরের ইমিউনিটি মিলেছে।

দেশের স্বচ্ছতম রাজ্য ঝাড়খন্ড এবং ছত্তিশগড়

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রকাশিত বার্ষিক স্বচ্ছ সমীক্ষা ২০২০ স্বচ্ছতম শহরের শিরোপা পেয়েছে ইন্দোর। এই নিয়ে চারবার এই শিরোপা পেল ইন্দোর। বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজিত সভায় কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়নমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি তিনটি স্বচ্ছতম শহরের নাম বলেন যার জনসংখ্যা এক লাখের বেশি। এর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ইন্দোর, দ্বিতীয়তে সুরাট, তৃতীয়তে নভি মুম্বাই। একইভাবে স্বচ্ছ তম রাজ্য যেগুলির পৌরসভার সংখ্যা ১০০- র কম সেই তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ঝাড়খন্ড, দ্বিতীয়তে হরিয়ানা, তৃতীয়তে উত্তরাখণ্ড। যেসকল রাজ্যে পৌরসভার সংখ্যা একশোরও বেশি। সেই সব রাজ্যের মধ্যে স্বচ্ছতম রাজ্য হচ্ছে ছত্তিশগড়। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র।তিন নম্বরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। স্বচ্ছতম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সেরার শিরোপা পেয়েছে জলন্ধর, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি এবং তিন নম্বরে মেরঠ।চার নম্বরে রয়েছে ল্যান্সডাউন। জনসংখ্যা এক লাখের বেশি এবং গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত এমন শহরের স্বচ্ছতম তালিকার মধ্যে প্রথমে রয়েছে বারাণসী, দ্বিতীয়তে কানপুর এবং তৃতীয়তে মুঙ্গের।

লকডাউন আর নিম্নচাপের জেরে ঘরবন্দি ঝাড়গ্রামের মানুষজন

ঝাড়গ্রাম, ২০ আগষ্ট (হি. স.) : লকডাউন আর নিম্নচাপের জেরে ঝিরঝির বৃষ্টিতে বাড়ির বাইরে বের হতে পারেনি মানুষজন। তাই লকডাউনের দিনে সেভাবে রাস্তায় মানুষজনকে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার শহরের মূল রাস্তা,প্রবেশ,বাহির রাস্তা গুলিতে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা।দু এক জনকে রাস্তায় দেখা গেলেও তাদের পথে বের হওয়ার প্রকৃত কারন দেখাতে হয়েছে কর্তব্যরত পুলিশদের।তবে এদিন শহরের চিকিৎসা কেন্দ্র ,ডায়গনস্টিক সেন্টার,ওষুধ দোকান গুলি খোল ছিল।পথ ঘাট ছিল শুন শান।শহরের ক্রসিং গুলিতে ছিল পুলিশি নিরাপত্তা।সব মিলিয়ে যেন একটা বন্ধের মতো চেহারা দেখাচ্ছিল শহর ঝাড়গ্রামকে।

অন্যদিকে রাজ্য স্বাস্থ্য বুলিটিন অনুযায়ী এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রামে যারা আক্রান্ত ছিলেন তাদের মধ্যে একশো জন ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন।তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এই পর্যন্ত ১৫৬ জন।স্বাস্থ্য বুলিটিন অনুযায়ী নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন তিন জন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এই তিন জন গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বাসিন্দা। এরা তিন জনই পরিযায়ী শ্রমিক।তারা ভিন রাজ্য থেকে কাজ করে ফিরেছিলেন। তবে প্রশাসনের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে গত কয়েক দিনের তুলনায় সংক্রমনের হার বেশ কিছুটা কম। শহর সহ জেলার বিভিন্ন ব্লক গুলিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা।মহামারি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি গুলি যেতে মানুষ জন মেনে চলেন তার জন্য টানা প্রচার চলছে।

অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের ব্যবসায়ী সমিতি টানা সাতাশ তারিখ পর্যন্ত বাজারে লক ডাউন মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ক্রেতাদের কাছে বারে বারে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা নিয়ম মেনে মাস্ক পরে দোকানে ক্রয় করতে আসেন।তবে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকে বেশ কিছু সংক্রমনের খবর থাকায় ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।তবে বৃহস্পতিবার লক ডাইনে ঘরেই থেকেছেন মানুষ জন।

সংক্রমনের উৎস খুঁজতে পুরবাজারের দোকানদারদের করোনা পরীক্ষা করবে কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ২০আগস্ট (হি. স): করোনা আবহে প্রথম থেকেই প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছিল শহরের বাজার গুলি। তাই এবার থেকে কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ সবকটি বাজারের দোকানদারদের বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষা করানোর উদ্যোগ নিল পুরকর্তৃপক্ষ। প্রতিটি বাজার এলাকায় প্রতিদিন ৬০ থেকে ১০০ জন বিক্রেতার করোনা পরীক্ষা করা হবে।

বাজারে যেহেতু জনসমাগম বেশি হয় সেই কারণে প্রথম থেকেই প্রশাসনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই বাজার গুলি। ইতিমধ্যেই শহরের বেশ কিছু বাজারে ঢোকার মুখে স্যানিটাইজার টানেল বসানো হয়েছে। জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে বেশকিছু বাজারকে। কিন্তু তা সত্বেও বাজার থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা সবসময়ই সবথেকে বেশি থাকে। সে কারণেই এবার পুরসভার অধীনস্থ বাজারগুলিতে দোকানদারদের বিনামূল্যেই করোনা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা।

আপাতত কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ ৪৭টি বাজার রয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ীদের নমুনা সংগ্রহ করবে পুর কর্মীরা। উত্তর কলকাতার হরিসাহার হাটে ক্রেতাদের মধ্যেও সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যার জেরে দীর্ঘদিন ওই বাজার বন্ধ রাখা হয়। শুধু তাই নয় কাঁকুড়গাছি, বাগমারী বাজার থেকে ফুলবাগান, কাঁকুড়গাছি, মানিকতলা এলাকায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসের চেইন ভাঙতে বাজারগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাজার বন্ধের পর সুফল হাতেনাতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বাজার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য আমির উদ্দিন ববি জানিয়েছেন, 'করোনা সংক্রমণ ছড়াতে বাজার গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। তাই বাজারগুলিতে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে এবার ধারাবাহিকভাবে সবক"টি বাজারে বিক্রেতাদের পরীক্ষা করা হবে। চলতি সপ্তাহ থেকেই বিনামূল্যে শুরু হবে এই পরীক্ষা ।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সল্টলেক আমরি থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ, নয় হাজার টাকা দাবি অ্যাম্বুলেন্স চালকের

কলকাতা, ২০আগস্ট (হি. স): ফের অ্যাম্বুলেন্সের তোলাবাজির জেরে হয়রানি হতে হল রোগীর পরিবার কে। এবারে সল্টলেক আমরি থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আসতে নয় হাজার টাকা দাবি করল বেসরকারি এম্বুলেন্স। এদিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে পৌঁছে ওই টাকা দিতে পারবেনা জানাতেই বেসরকারী ওই অ্যাম্বুলেন্স চালক এর সঙ্গে বচসায় জড়ায় রোগীর পরিবার।

রোগীর পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন আগে হাওড়ার বাসিন্দা আশি বছরের হরি ওম আগারওয়ালের স্ট্রোক হয়। এরপর তাকে সল্টলেকের আমরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ওই বৃদ্ধ একটি দিক প্যারালাইসিস হয়ে যায়। এরপর করোনা নমুনা পরীক্ষা করলে সেই রিপোর্ট আসে পজেটিভ। এদিকে বেসরকারি হাসপাতালের খরচ চালাতে না পারায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বৃদ্ধকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন পরিবার।

এখানেই ঘটনার সূত্রপাত। বৃহস্পতিবার সকালে ওই বৃদ্ধকে সল্টলেক আমরি হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে আসার জন্য বেসরকারি এম্বুলেন্স দাবি করে নয় হাজার টাকা। তখন হাসপাতলে আনার জন্য ওই মুমূর্ষ রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতাল অব্দি চলে আসেন রোগীর পরিবার। এরপরে ওই বিপুল পরিমাণ ভাড়া দিতে তারা পারবেন না বলে জানাতেই বচসা শুরু হয় অ্যাম্বুলেন্স চালক এর সাথে রোগীর পরিবারের। অ্যাম্বুলেন্স চালক এর তরফে জানানো হয় ভাড়ার বিষয়টি তারা কিছু জানেন না মালিক যেমন বলে দিয়েছেন তেমন ভাড়া দিতে হবে। এদিকে রোগীর পরিবার ওই বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন।

দফায় দফায় বৈঠক করে বারবার যখন রাজ্য প্রশাসন বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স গুলোকে এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে মানবিক হওয়ার জন্য আবেদন করছেন, ঠিক সেই সময় এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া হাঁকাচ্ছেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। তবে এই ভাড়া কতখানি মালিক নিচ্ছে কতখানি অ্যাম্বুলেন্স চালক নিচ্ছে সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই জটিল পরিস্থিতিতে এভাবে মানবিকতার নজির গড়ে বারবার বিপুল পরিমাণ টাকা দাবি করায় কার্যত নিন্দার মুখে পড়ছেন বেসরকারি এম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ।

কলকাতা লিগ্যাল সার্ভিস কমিটির উদ্যোগে রাজ্য খুলছে প্রথম ই-লোক আদালত

কলকাতা, ২০আগস্ট (হি. স): রাজ্যের প্রথম ই-লোক আদালত খুলতে চলেছে কলকাতায়। কলকাতা লিগ্যাল সার্ভিস কমিটির উদ্যোগে এই ই-লোক আদালত খুলছে। আগামী ২২ আগস্ট উদ্বোধন হবে এই ই-লোক আদালতের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. রাধাকৃষ্ণণন, বিচারপতি সঞ্জীব বন্দোপাধ্যায়, বিচারপতি সৌমেন সেন এবং কলকাতা লিগ্যাল সার্ভিস কমিটির চেয়ারপার্সন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়।

করোনা মহামারির কারণে কাজকর্মে বাধা পড়েছে রাজ্যের জেলা আদালত থেকে শুরু করে কলকাতা হাইকোর্টেও। দীর্ঘ দিনের পড়ে থাকা মামলা গুলির নিষ্পত্তি না হওয়ায় সমস্যা বাড়ছে। আদালতে এসেও ফিরে যেতে হচ্ছে বিচারপ্রার্থীদের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে প্রথমবার ই-লোক আদালতের উদ্বোধনকে স্বাগত জানিয়েছে বিচারপ্রার্থী থেকে বিভিন্ন আদালতের বিচারকরা।করোনার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিচারব্যবস্থায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিকেই মান্যতা দিচ্ছেন বিচারপতিরা। সেকারণে এই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে শুরু হতে চলেছে ই-আদালত।

এবার ট্রেন্ডিং নিউ নর্মালে মজলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি স): করোনার মারন কামড়ে জর্জরিত তিলোত্তমা। চোখে দেখে না গেলেও এই অদৃশ্য ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন সব সময় মাস্ক পড়তে। আর বর্তমানে ট্রেন্ডিং নিউ নর্মাল। বৃহস্পতিবার শহরবাসীকে মাস্ক পড়ার আবেদনের জন্য ট্রেন্ডিং নিউ নর্মালে মজলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু পুলিশকর্মীর। তাই এবার জনগণকে সচেতন করতে মাস্ক আপ করার আবেদন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের। এদিন টুইট করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার লেখেন " দ্যা নিউ নরমাল।মাস্ক আপ কলকাতা"।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.) : ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিবসকে অতি স্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন, উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ও সমাজ সংস্কারে এই প্রতিষ্ঠা একটা স্মরণীয় ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত সতীদাহর মত সমাজের অশুভ প্রথা দূর করার জন্য রাজা রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ সালে ভারতের সংসদে যে সতীদাহ নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়েছিল তার ভিত্তি তৈরি করেছিল ১৮২৯ সালের 'দি বেঙ্গলি সতী রেগুলেশন'।'

৮৮ জন লকডাউন ভঙ্গকারী গ্রেফতার মালদায়

সামসী, ২০ আগস্ট (হি. স.) : লকডাউন উপেক্ষা করায় বৃহস্পতিবার উত্তর মালদা থেকে ৮৮ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচলে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩৯ জনকে, রতুয়ায় ১৪ জনকে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে ৩৫ জনকে।

মহকুমায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারপরও মানুষের হুঁশ ফিরছে না। এদিন লকডাউন উপেক্ষা করায় পুলিশ কিছু মানুষকে কানধরে উঠবস করাতেও দেখা যায়। এই বিষয়ে চাঁচলের এসডিপিও সজলকান্তি বিশ্বাস বলেন, 'লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ তৎপর ছিল। লকডাউন ভঙ্গকারী গোটা উত্তর মালদায় ৮৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের সবার বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা করা হবে।

ওপিডি চালু

তিনের পাতার পর

৪৬০ টি বেড থাকবে।. এই ক্যাম্পাস থেকে ক্যান্সার রোগীরা উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসার সুবিধা পাবেন.। রাজারহাটে সিএনসিআইয়ের নতুন ক্যাম্পাসটি নির্মাণের জন্য ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যৌথভাবে ৭৫: ২৫ অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ করেছে।নতুন ক্যাম্পাসের ওপিডি পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে রাজ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু সংখ্যক ক্যান্সার রোগী উপকৃত হবেন।.

টানা বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.) : এক নিম্নচাপের উপর আরেক নিম্নচাপ। একটানা বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ ওড়িশা উপকূলে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রূপে অবস্থান করছে। সুস্পষ্ট নিম্নচাপ আগামী ২৪ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরই মধ্যে আবার ওড়িশা উপকূলে নিম্নচাপের সঙ্গী ঘূর্ণাবর্ত। রবিবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা।

স্বাস্থ্য

● প্রথম পাতার পর

কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ ১১৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী। সাথে তিনি যোগ করেন, স্বাস্থ্য দফতরে করোনা আক্রান্তের ঘটনায় প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

কোটি টাকা

● প্রথম পাতার পর

শেয়ার বাবদ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। দেশের ২৮টি রাজ্য ওই অর্থ পাবে। তাতে মোট ৬১ হাজার ৪৮০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা রাজ্যগুলির জন্য মঞ্জুর হয়েছে। ইতিমধ্যে ১২ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা রাজ্য গুলিকে বরাদ্দ করা হয়েছে। ত্রিপুরার কোষাগারে ৮৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা কর্পোরেশন টেক্সের শেয়ার বাবদ জমা পড়েছে।

এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোনী এলাকায় বুধবার রাতে মরণ দাস নামে এক যুবক বাড়ির পাশের দোকানে পান কিনতে যায়। অভিযোগ, ঐ সময় তার রাস্তা আটক করে অমূল্য দাস, বিমল ঘোষ, অরুণ দেবনাথ এবং অজিৎ দাস।

কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই মরণকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুনের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার পরই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মরণকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জিরানীয়া হাসপাতালে। সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। এদিকে মরনের পরিবারের তরফ থেকে এব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়। স্থানীয় অমূল্য দাস, বিমল ঘোষ, অরুণ দেবনাথ ও অজিৎ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ অমূল্য দাস ও বিমল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। বাকি ২ জন পলাতক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

করোনার প্রকোপ

● প্রথম পাতার পর

থেকে অন্যান্য রাজ্যের মতো রাজ্য শিক্ষা দফতরের উদ্যোগেও শুরু হয়েছে নেইবারহুড ক্লাস। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন ক্লাসের সুবিধা নিতে পারছে না এদের জন্য খোলা ময়দানে শিক্ষক শিক্ষিকারা সর্বোচ্চ পাঁচজন করে ছাত্র নিয়ে শুরু করেছেন পাঠদান। বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে পাঠ্যক্রমকেও কিছুটা সংকুচিত করা হয়েছে যাতে এদের ওপর বাড়তি বোঝা না পড়ে।

নেইবারহুড ক্লাস-এ তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত একজন শিক্ষক সর্বোচে পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে পড়াবেন। সপ্তাহে দশ ঘণ্টা পড়াতে হবে তাঁদের। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে ওই ক্লাস শুরু হবে। একই পদ্ধতি পরবর্তী ধাপেও শুরু হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা এবং নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে ১৫ ঘণ্টা পড়াবেন শিক্ষকরা। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের বিজ্ঞান ও গণিত ৬০ শতাংশ এবং বাংলা, ইংরেজি, এসএসটি এবং এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে ৫০ শতাংশ পড়াবেন। ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র, সিকিম, মণিপুরে খোলা আকাশের নীচে ক্লাসরুম শুরু হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ গাজা উদ্ধার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ

নরেন্দ্রপুর, ২০ আগস্ট (হি. স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ প্রচুর পরিমানে গাঁজা উদ্ধার করল। ধৃতদের কাছ থেকে ১৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ নরেন্দ্রপুর থানার কামালগাজি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি ইনোভা গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে ভারত সরকারের স্টিকার ও নীল বাতি লাগানো ছিল। সন্দেহ হওয়ায় সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েই উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা। এই ঘটনায় কৌশিক সামন্ত, জাহাঙ্গীর মোল্লা ও গফফর মোল্লা নামে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কৌশিকের বাড়ি হুগলী জেলায় ও বাকি দুই অভিযুক্তের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন ও উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এই গাঁজা বারুইপুর এলাকা থেকে অন্য জেলায় পাচারের জন্য যাচ্ছিল। বুধবার রাতে বারুইপুর জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ খবর পেয়েই তাঁরা নরেন্দ্রপুর থানায় জানায়। সেই খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার আই সি সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা কামালগাজি মোড়ে নাকা চেকিং শুরু করেন। আর সেই তল্লাশি অভিযানেই মেলে সাফল্য। ঘটনায় ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

সন্তানকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত বাবা এবং মেয়ে

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি. স.) : চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ক্যানসার আক্রান্ত মেয়ের। প্রাণ হারালেন তাঁর বাবাও। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভরতি একই পরিবারের আরও চারজন। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চশকাপুর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে।

বছর আঠারোর নাদিমা তাবাসসুমের ক্যানসার ছিল। চিকিৎসা করতে সপরিবারে কলকাতার টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়েছিলেন পেশায় রেশন ডিলার শহিদুল ইসলাম ওরফে সাহেব নামে ওই ব্যক্তি। তিনি তিনপাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার রাতে কলকাতা থেকে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালেই বাড়ি পৌঁছনোর কথা ছিল তাঁদের। ভোর পাঁচটা নাগাদ তাঁদের গাড়ি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের চশকাপুরে পৌঁছয়। সেই সময় চশকাপুর এবং নতুন ডাকবাংলা মোড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটি লরি দাঁড়িয়েছিল। ওই লরিতেই ধাক্কা মারে স্করপিওটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ক্যানসার আক্রান্ত মেয়ের। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় বাবা শহিদুল ইসলামেরও।

জখম নাসিমা বিবি, নুরাইন সুলতানা, আসিফ হোসেন ও তাঁদের গাড়ির চালক হরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি। তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

পাওয়ারের

পাচের পাতার পর

পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু ড় নরেন্দ্র দাভোলকার মামলাটা সিবিআই যেভাবে তদন্ত করেছে সেই ভাবে যেন এই মামলার তদন্ত না হয়। কারণ ২০১৪ সালে ওই মামলার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই মামলার কোনও প্রগতি হয়নি। ফলে এই মামলার তদন্ত যেন দ্রুততার সঙ্গে করে গোটা প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি ঘটায়। শোকাতুর পরিবারকে ন্যায় দেওয়ার দায়িত্ব সিবিআইয়ের।তাতে যেন কোনভাবেই দেরি না হয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সমর সোমবার ভোনের বাড়ী থেকে কাজ খোঁজার উদ্দ্যোশে চিত্তামারা ইট ভাট্টাতে আসেন। কিন্তু ইট ভাট্টা থেকে উনি আর ঘরে ফিরেননি। মানিক দাসের ভোন জানান সোমবারে কাজের খোঁজকরে মানিক দাস পুরায় ভোনের বাড়ীতে যাবার কথা বলেছিলো। কিন্তু সময় মতো ঘরে পৌঁছাননি তিনি। দীর্ঘ অনেকসময় অতিক্রান্ত হবার পর পরিবারের লোকজন মানিক দাস কে খোঁজা খুঁজি শুরু করেদেয়। অবশেষে গতকাল রাত্রি আনুমানিক ৮ ঘটিকায় উনার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পায় উনার পরিবারের লোকজন। জানাযায় শান্তি কলোনী এলাকার কিছু সংখ্যক উপজাতি অংশের লোকজন বাশকরুল সংগ্রহ করতেগিয়ে গভীর জঙ্গলে পঁচা গলা মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শান্তির বাজার থানায়। ঘটনার খবরপেয়ে শান্তির বাজার থানার কর্মীরা গভীর রাত্রে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত মৃত দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঠিক কারন কেউ বলতে পারছেনা। উনার পরিবারের লোকজন জানান পরিবারে কোনোপ্রকার ঝগড়া বিবাদ ছিলোনা। উনার এই মৃত্যু কি হত্যা না আত্মহত্যা এই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকেযায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তরে পর উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য।

ফের ফাঁসিতে আত্মঘাতী এক ৪৫ বছরের যুবকের। তার নাম সমীর সাহা। বাড়ি চড়িলাম রাজিব কলোনি এলাকায়। জানা গেছে বুধবার রাতে বাজার থেকে এসে প্রতিদিনের ন্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। পাশের অন্য আরেকটি ঘরে তার ছেলে ঘুমিয়েছিলো। সমীর সাহার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল বেলা প্রতিবেশী এক যুবক বাজারে যাওয়ার জন্য ডাকলে উনি কোন সাড়া দেননি। তখন জানালার একটি ছিদ্র দিয়ে দেখতে পায় উনি বিছানায় নেই সঙ্গে সঙ্গে। তখন সন্দেহ হয় তার।সাথে সাথে এলাকাবাসীরা এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখতে পায় ঝুলন্ত অবস্থায় সমীর সাহা ঝুলছে। ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ছুটে আসেন বিশালগড় থানার পুলিশ। এসে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা সমীর সাহা কে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসা হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি তুলে দেওয়া হয় তার আত্মীয় পরিজনের হাতে।আত্মহত্যার ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শ্রীনগর থানা এলাকার মলয় নগরের ৯৯ নম্বর জেলায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুদর্শন চক্রবর্তী।তার বাড়ি মলয় নগরের মলয় নগর চৌমুহনী এলাকায়। ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পথচারীরা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ এবং মৃতের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ।ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মৃতদেহটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।পরিবারের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সুদর্শন চক্রবর্তী কে হত্যা করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।এ বিষয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশকে বিস্তারিত অবহিত করে অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবারের লোকজন রা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হতে পারবেনা বলে জানিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

মুখে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

বরখাস্তের দাবি জানান। বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন পুলিশ সুপার। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিজেপি কর্মীরা বিশালগড় থানা ঘেরাও করেন।

এদিকে, ওই সংঘর্ষের ঘটনায় দীর্ঘ সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যহত হয়েছে। জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

থানা ঘেরাও করে জনৈক বিজেপি কর্মী বলেন, বিশালগড় থানার ওসি এবং এসডিপিও সিপিএমের ইশারায় কাজ করছেন। তাই তাঁরা কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে বিজেপি কর্মীদের পিটিয়েছে। ওই সংঘর্ষের খবর পেয়ে ছুটে যান বিজেপি জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রতীক দেববর্মা। তিনি দলীয় বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করেন, অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরই মধ্যে বিশালগড়ে পৌঁছে যান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও। বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল অফিসে এ বিষয়ে তাঁরা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং প্রতীক দেববর্মা বিশালগড় থানায় যান। সেখানে ডিআইজি সৌমিত্র ধর, সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীর সাথে আজকের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

আলোচনা শেষে থানা থেকে বেরিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, করোনা-প্রকোপে সারা ত্রিপুরায় দলীয় সমস্ত কর্মসূচি বন্ধ রেখেছে বিজেপি। অথচ কংগ্রেস মানুষ নিয়ে সভা-সমাবেশ করছে। শুধু তা-ই নয়, আগরতলায় যাওয়ার সময় উশৃঙ্খল আচরণ করছেন তারা। বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছেন। তিনি বলেন, আজকের ঘটনায় দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, কংগ্রেসের মিডিয়া সেল ইনচার্জ আইনজীবী হরেকৃষ্ণ ভৌমিক বলেন, সারা রাজ্যে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। তাই প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মীদের মাঠে নামতে দেখে বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। আজ কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা করা হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা খুবই গুরুতর হওয়ায় তাঁকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি কর্মীদের আক্রমণে ১৫/১৬ জন কংগ্রেস কর্মী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ত্রিপুরাব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আলোচনায় বসবে প্রদেশ কংগ্রেস।

অফিসে

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময় এই বছরের শেষের দিকে তৎকালীন সরকার পুনরায় সিদ্ধান্ত নিলেও নির্বাচনের কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। বিজেপি-আইপিএফটি সরকার এক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ না করে পূর্বতন সরকারের নিয়োগ নীতি বাতিল করে দেয়। গত আড়াই বছর ধরে তারা বারবার ডেপুটেশন দিলেও কোন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রসঙ্গতক্রমে ডেপুটেশন দিতে আসা বেকাররা আরোও জানান বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছেন না তারা। স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট মিলিত হয়েছেন কয়েকবার। অধিকর্তা নিজেই জানিয়েছেন ৭০০ পদ খালি রয়েছে। বার বার ফাইল পাঠানোর পরেও এইগুলি ফেরত আসছে। এই ব্যাপারে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে দেখা করে ডেপুটেশান ও স্মরণ লিপি প্রদান করেন।

চিকিৎসক

● প্রথম পাতার পর

আইনজীবী সহ চারজনের বিরুদ্ধে চিকিৎসক হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বর্তমানে ওই চারজন জেল হেফাজতে রয়েছেন। কারণ, পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করার পর আদালতের নির্দেশে টিআই প্যারেড সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশ তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু, গত মঙ্গলবার ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিত্রা দাস পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেননি এবং ধৃতদের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১ বছর পর এই প্রথম...

করোনাভাইরাসের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর অন্য কোনো গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়নি। উইম্বলডন বাতিল করা হয়েছে। পেছানো হয়েছে ফ্রেঞ্চ ওপেন। তবে এ মাসের শেষদিকে ইউএস ওপেন আয়োজিত হবে এমনটা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু করোনাভাইরাসের মধ্যে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলে এই টুর্নামেন্টে এবার অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রাফায়েল নাদাল।টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে নাদাল জানিয়েছেন, ”অনেক চিন্তা করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ বছর ইউএস ওপেন খেলব না আমি।

বিশ্বব্যাপী অবস্থা এখন খুবই সঙ্গিন, কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে প্রতিনিয়ত, মনে হচ্ছে এখনো আমরা ভাইরাসটাকে বশে আনতে পারিনি। আমি জানি যে চার মাস ধরে টেনিস না হওয়ার কারণে বাৎসরিক সূচিতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। যারা এত কিছুর পরেও টেনিস সূচি শেষ করতে চাইছেন, তাঁদের চেষ্টাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই ও ধন্যবাদ দিই।

আমরা এর মধ্যে দেখেছি, কোভিডের কারণে মাদ্রিদ ওপেনও বাতিল করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র টেনিস অ্যাসোসিয়েশন, ইউএস ওপেন আয়োজক, এটিপিসহ বিশ্বব্যাপী সকল দর্শকদের প্রতি আমার সম্মান। এ সিদ্ধান্তটা একদমই নিতে চাইনি কিন্তু এবার আমি আমার মনের ডাকে সাড়া দিচ্ছি। এবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র না যাত্রা করলেই বরং ভালো হবে।’’আগস্টের ৩১ তারিখ থেকে নিউ ইয়র্কে ইউএস ওপেন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ফলে ১৯৯৯ সালের ইউএস ওপেনের পর এই প্রথম রজার ফেদেরার বা রাফায়েল নাদাল বিহীন কোনো গ্র্যান্ড স্লাম দেখবে বিশ্ব। ডান হাঁটুতে দুবার অস্ত্রোপচারের কারণে এর মধ্যেই কোর্টের বাইরে ফেদেরার।গতবার রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে ৭-৫, ৬-৩, ৫-৭, ৪-৬, ৬-৪ সেটের মহাকাব্যিক এক লড়াইয়ে হারিয়ে ক্যারিয়ারের ১৯তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে নিয়েছিলেন নাদাল। করোনা এসে তাঁর গ্র্যান্ডস্ল্যামের সংখ্যা আর বাড়াতে দেয়নি।শুধু নাদালই নন, নারী এককের শীর্ষ খেলোয়াড় অ্যাশলি বার্টিও এবার ইউএস ওপেন খেলবেন না। তবে খেলবেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিয়াঙ্কা অ্যান্ড্রিস্কু।

বার্সেলোনার বিস্ময় বালককেই ভরসা মানছে স্পেন

স্পেন জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার উইঙ্গার আনসু ফাতি। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই তাঁর জাতীয় দলে ডাক পাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করবে স্পেন।গত বছর ১৬ বছর বয়সে লা লিগায় অভিষিক্ত হয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল আনসু ফাতি। ১৭ বছরে পা রাখার আগেই বার্সার হয়ে করেছিল জোড়া গোল। সেই থেকেই শুরু হয় এই তরুণ উদীয়মান উইঙ্গারের স্পেন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সম্ভাবনার গল্প। জন্ম গিনি বিসাউয়ে হলেও স্পেনে বসবাস করার সুবাদে তাঁর স্পেনের নাগরিকত্ব পাওয়ায় বাধা ছিল না। আর স্পেনও এমন প্রতিভা হাতছাড়া করতে রাজি হয়নি বলে তড়িঘড়ি করে অনূর্ধ-২১ দলে ডেকে পাঠিয়েছে। এবার তো স্পেন জাতীয় দলেও ডাক পেয়ে গেলেন বার্সেলোনার বিস্ময় বালক।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে ২৪ সদস্যের জাতীয় দল ঘোষণা করেছে স্পেন জাতীয় দলের কোচ লুইস এনরিকে। তালিকায় আনসু ফাতির নাম অনেকের চোখ কপালে তুলে দিয়েছে। যদিও তাঁর জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকার কথা নয়। শেষ মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতে ৩৩ ম্যাচে করেছেন ৮ গোল। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে অভিষেক ও গোলদুটো রেকর্ডই নিজের করে নিয়েছেন।ফাতি ছাড়া স্পেন দলে আরও দুইটি চমক জাগানিয়া নাম এরিক গার্সিয়া ও অস্কার রদ্রিগেজ। শেষ মৌসুমে দুর্দান্ত খেলার পুরস্কার পেয়েছেন উনাই সিমন, পাও তোরেস এবং ফেরান তোরেস। করোনা পরবর্তী কালে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করবে স্পেন। এর তিন দিন পর ঘরের মাঠে ইউক্রেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ২০১০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় ১৮ বছর বয়সে পা রাখার আগেই ফাতির জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া। ফাতির জাতীয় দলে সফল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী এনরিক, ‘আমি ওকে ভালোভাবেই চিনি।

আমি মনে করি আমাদের সঙ্গে খেলার মান ওর আছে। বার্সেলোনায় মিনিট প্রতি গোলে ওর চেয়ে এগিয়ে ছিল শুধু মেসি। আমি তাঁকে এখানে দেখতে চাই। কারণ সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে (ভবিষ্যতে)।’ ৩ সেপ্টেম্বর ফাতির জাতীয় দলে অভিষেক হলে স্পেনের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম ফুটবলার হবেন ফাতি। এর আগে ১৯৩৬ সালে চেকোস্লোভেকিয়া বিপক্ষে স্পেনের হয়ে অভিষেক হয়েছিল আনহেল জুবিয়েতার। সেদিন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ২৮৩ দিন।

যেখানে বাংলাদেশ হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডকে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে অনুসারী সংখ্যায় সেরা ভারত। এর পরেই অবস্থান বাংলাদেশের।২০১০ সাল থেকে ফেসবুক ও টুইটারের দাপট শুরু। গত কয়েক বছরে জনপ্রিয়তার দৌড়ে যোগ দিয়েছে ইনস্টাগ্রাম। পুরো বিশ্বে অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন। ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরাও বাদ যান না। মাঠের পারফরম্যান্সের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পারফর্ম করে যেতে হয় আজকাল।দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। ক্রিকেটারদের ছবি, ভিডিও দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের আগ্রহী রাখার চেষ্টা করা হয় সবসময়। ক্রিকেটে এ ক্ষেত্রে ভারতের ধারেকাছে কেউ নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসারীর সংখ্যায় বাংলাদেশ আছে ভারতের পরেই। পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড আছে সেরা পাঁচে।

ভারত

৫ কোটি ৪২ লাখ ক্রিকেট ভক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতের দলের অনুসারী। ফেসবুকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পেইজে লাইক ২ কোটি ৮৬ লাখ, ইনস্টাগ্রামে অনুসারী ১ কোটি ৩৪ লাখ ও টুইটারে আছেন ১ কোটি ২২ লাখ অনুসারী। অবাক হওয়ার মতো তথ্য নয় অবশ্য এটি। ভারতে ১২০ কোটি মানুষের ‘দ্বিতীয় ধর্ম’ ক্রিকেট। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেটার। মাঠের ক্রিকেটের প্রভাবও আছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভারত গত পাঁচ বছর ধরে তিন সংস্করণের ক্রিকেটে সবচেয়ে ধারাবাহিক দল।

বাংলাদেশ

ভারতীয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে সবসময় বলেন, ‘পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ভোর চারটায় বাংলাদেশের খেলা হলেও মাঠে বাংলাদেশি দর্শক উপস্থিত থাকবে।’ ক্রিকেটটা বাংলাদেশের জন্য কতটা আবেগের খেলা, হার্শা ভোগলের এই কথায়ই তা স্পষ্ট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই দলের অনুসারীদের পিছিয়ে থাকার কথা নয়। ভারতের পরই যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ দলের অনুসারী ১ কোটি ৬৩ লাখ। ফেসবুকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পেইজে লাইকের সংখ্যা ১ কোটি ২২ লাখ, ইনস্টাগ্রামে অনুসারী ১৬ লাখ। টুইটারে ২৫ লাখ সমর্থক বাংলাদেশ ক্রিকেটের খোঁজ খবর রাখেন। সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মুর্তজা, মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল ও মোস্তাফিজুর রহমানরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ক্রিকেটের উত্থান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয়তার বড় কারণ।

পাকিস্তান

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেটের অনুসারী ১ কোটি ১১ মিলিয়ন। ফেসবুকে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পেইজটিতে লাইক দিয়ে রেখেছেন ৭৪ লাখ পাকিস্তানি। ১১ লাখ অনুসারী টুইটারে, ২৬ লাখ ইনস্টাগ্রামে।

নিয়মিত ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হয় না পাকিস্তানের। তবু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাবর আজমদের সমর্থনের কমতি নেই।

অস্ট্রেলিয়া

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড (সিএ) সবচেয়ে ব্যস্ত। প্রায় সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের ছবি, ভিডিও নিয়মিত পোস্ট করা হয়। ইউটিউবেও বেশ সরব অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের আগে পরে সংবাদ সম্মেলন, বিশেষ সাক্ষাৎকার, খেলার হাইলাইটসসবই পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবস্থাপক ৮৯ লাখ অনুসারীর জন্য কাজ করে যান।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড বর্তমানে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দলগুলোর একটি। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে তুখোড় দল তাদের।

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ও সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রানার্সআপ দল ছিল এউইন মরগানের ইংল্যান্ড। গত পাঁচ বছরে বদলে যাওয়া ইংল্যান্ডের অনুসারীও এখন বাড়ন্ত। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম ও টুইটার মিলিয়ে ৬৮ লাখ ক্রিকেট ভক্ত ইংল্যান্ডের অনুসারী।

বাংলাদেশ দলের শ্রীলঙ্কা সফর

শ্রীলঙ্কা সফরকে সামনে রেখে ৩৮ ক্রিকেটারের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন আজ বিসিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ক্রিকেটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করা হবে নমুনা। ৩৮ ক্রিকেটারের করোনা পরীক্ষা হলেও শ্রীলঙ্কা সফর সামনে রেখে অনুষ্ঠেয় আবাসিক ক্যাম্পে ডাকা হবে ২০ থেকে ২২ জন ক্রিকেটার।জাতীয় দলের সঙ্গে হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) দলকেও শ্রীলঙ্কা পাঠাচ্ছে বিসিবি। দল গঠনের আগে নির্বাচকেরা আলোচনা সেরে নিচ্ছেন ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ এবং হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) বিভাগের সঙ্গে। সেটির অংশ হিসেবে আজ দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন ও হাবিবুল বাশার বসেন এইচপি বিভাগের প্রধান নাঈমুর রহমানের সঙ্গে। আলোচনা শেষে মিনহাজুল সাংবাদিকদের বললেন, ‘(জাতীয় দলের জন্য) আমাদের ৩৮ জনের পুল আছে। এই পুলে থাকা সবাইকে কোভিড পরীক্ষা করানো হবে। এ ছাড়া ২৪ জনের একটা এইচপি স্কোয়াডও সেখানে যাচ্ছে। সেভাবেই আমরা ভারসাম্য রাখছি, যাকে যখন দরকার হবে ব্যবহার করা হবে।’ মিনহাজুল যোগ করেন, ‘দেশে তিনবার করোনা পরীক্ষা করে সেখানে গিয়ে আরেকটি পরীক্ষা হবে। অন্তত দুবার পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না কে নেগেটিভ আছে, কে নেই।’

PRESS NOTICE INVITING TENDER
NO: PNIe-T-11/EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/ 2097 dt .17.08.2020

The Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Bishromgani, Sepahijala Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate Two bid e-tender from the Central 6 State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTA A n/MES/CPWD/Roilway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 08.09.2020 for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	COST OF TENDER FORM	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1.	DNEeT No-e-DT-25/JMP/CONSTGALLERY/EE/RD-BSGD/SPJ/2020-21.	Rs 18,55,728.00	Rs 18,557.00	Rs 1000.00	Up to 3.00 PM On 08.09.2020
2.	DNEeT No-e-DT-26/CHRLM/BRICKSOL/EE/RD-BSGD/SPJ/2020-21.	Rs 4,61,398.00	Rs 4,614.00		
3.	DNEeT No-e-DT-27/BOXN/CONSTBOUNDRY /EE/RD-BSGD/SPJ/2020-21.	Rs. 5,10,196.00	Rs 5,102.00		
4.	DNEeT No-e-DT-28/BLG/CONSTCFC /EE/RD-BSGD/SPJ/2020-21.	Rs. 5,73,997.00	Rs 5,740.00		
5.	DNEeT No-e-DT-07/BRICK SOLING/BLG/EE/RD/BSGD/2020-21(3rd call)	Rs 3,61,593.00	Rs 3,616.00		
6.	DNEeT No-e-DT-110/NLC/EE/RD/BSGD/2019-20(3rd call)	Rs 5,76,742.00	Rs 5,767.00		
7.	DNEeT No-e-DT-113/BLG/EE/RD-BSGD/SPJ/2019-20(3rd call)	Rs 16,38,849.00	Rs 16,389.00		
8.	DNEeT No-e-DT-81/NLC/EE/RD/BSGD/2019-20(3rd call)	Rs 6,26,446.00	Rs 6,264.00		

Eligible bidders shall participate in bidding or; in online through website httos:// triouratenders.gov.in.
Note: -NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
ICA/C-14162020-21

Executive Engineer
RD Bishramganj Division
Sepahijala District

Memo No. F.TECH-4/Pt-X/EE-V/2020-2 1/1 7 50-1 8 14
Dated. Agt the 14th Aug , 2020.
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/R/EE-V/AGT/PWD(R&B)/20-21
Dated 14th Augest 2020

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class redistered PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03.09.2020 for the following works :-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DNITNo:10/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2020-21	Rs.14,89,947.00	Rs.14,899.00	60 days	Up to 15.00 Hrs on 03.09.2020	At 16.00 Hrs on 03.09.2020 (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No:11/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2020-21	Rs.24,20,483.00	Rs.24,205.00	120 days				
3	DNIT No:12/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2020-21	Rs.24,19,387.00	Rs.24,194.00	120 days				
4	DNIT No:13/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2020-21	Rs.4,74,484.85	Rs.4,745.00	60 days				

All details can be seen in the office of the undersigned & may visit : https:fltripuratenders.gov.in.
Note:*NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER* For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-1410/2020-21

Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ধোনিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মোদির চিঠি

খেলোয়াড়ি জীবনে হৃদয় কেড়েছেন ভারতের শত কোটি মানুষের। খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় জানিয়ে ভেঙেছেন সেই হৃদয়গুলো! মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরে হৃদয় ভেঙেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। তাই তো গত শনিবার অবসর নেওয়া ধোনিকে আবেগঘন এক চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠি আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধোনি।

ধোনিকে পাঠানো মোদির দুই পৃষ্ঠার চিঠির পুরোটাই আবেগে পরিপূর্ণ। চিঠিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ধোনিকে কখনো ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কখনো আবার জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা। ধোনিকে তিনি উল্লেখ করেছেন ‘একজন খেলোয়াড়, একজন সৈনিক, একজন শিল্পী’ হিসেবে। ধোনি অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন একটি ভিডিও বার্তায়। আরও স্পষ্ট করে বললে একটি হিন্দি গান ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে। অমিতাভ বচ্চনের ‘কাভি কাভি’ সিনেমায় মুকেশের গাওয়া ‘মে পাল দো পাল কা শায়ের হু’ গানটা জুড়ে দিয়ে ৪ মিনিট ৭ সেকেন্ডে ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক ফিরে দেখেছেন তাঁর ১৫ বছরের পথ চলা।

খেলোয়াড়ি জীবনে যেমন স্টাইলের সঙ্গে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, এনে দিয়েছেন সাফল্য; ঠিক সেভাবেই যেন বিদায় নিয়েছেন ধোনি। এভাবে তাঁর বিদায় বলাটাও মন কেড়ে নিয়েছে মোদির। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘তুমি তোমার সেই স্বকীয় ও নিরাভিমান ভঙ্গিতে একটি ভিডিও পোস্ট করলে। যেটা পুরো জাতির আলোচনায় নেমে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ১৩০ কোটি মানুষ হতাশ হয়েছে। তবে তুমি ভারতের ক্রিকেটের জন্য যা করেছ তার জন্য এই ১৩০ কোটি মানুষ চিরজীবন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।’ভারতীয় এক শিল্পীর বালির ভাস্কর্যে মহেন্দ্র সিং ধোনি মোদি যে ‘নতুন ভারতের’ স্বপ্ন দেখেন, সেই ভারতের জন্য ধোনি যে বড় এক অনুপ্রেরণা সেটাও চিঠিতে লিখেছেন, ‘এটা নতুন ভারত। যে ভারতে পরিবারের দেওয়া নাম তরুণদের নিয়তি নির্ধারণ করে দেয় না। এখানে তরুণেরাই নিজেদের নাম ও ভাগ্য দুটিই গড়ে নেয়। নতুন এই ভারতের যে স্পৃহার কথা বলা হয় সেটার অন্যতম এক প্রতিচ্ছবি তুমি। কোথায় পৌঁছাতে পারলাম এটা জানার আগে পর্যন্ত আমরা কোথা থেকে এসেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই চেতনাটা তুমি অনেক তরুণকে দিতে পেরেছ।’খেলোয়াড়ি জীবনে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে সমর্থকদের আনন্দ বিলিয়েছেন ধোনি।

ধোনির ক্রিকেটীয় কীর্তির সঙ্গে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার বিষয়টিও বলেছেন মোদি। একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন ধোনির ‘ঠান্ডা’ মাথার নেতৃত্বের কথা, ‘তোমার চুলের স্টাইল কী ছিল সেটা বিষয় নয়। কিন্তু জয় বা হারসব ক্ষেত্রেই তোমার মাথা থাকত ঠান্ডা। যেটা সব তরুণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট একটি শহর থেকে সাদামাটাভাবে উঠে আসার পর তুমি জাতীয় দলে নিজেকে দারুণভাবে প্রকাশ করেছ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তুমি ভারতকে গর্বিত করেছ।’এর আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমানে বিসিসিআইয়ের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী ধোনির বিদায়কে আখ্যা দিয়েছেন ‘একটি যুগের অবসান’ বলে।

জাগরণ 21 August, 2020, Friday আগরতলা ২১ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন সত্যপাল মালিক

শিলং, ২০ আগস্ট (হি.স.) : মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন সত্যপাল মালিক। মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। বুধবার রাতে শিলঙে রাজভবনে শপথ গ্রহণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা, বিধানসভার অধ্যক্ষ মেতবাহ ল্যাংদোহ, বিচারপতি হামারসন সিং থ্যাংকিউ, বিচারপতি ওয়ানলুরা ডিএংদহ, মেঘালয় পুলিশের মহানির্দেশক আর চন্দ্রনাথন উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহণ সমারোহে বিরোধী কংগ্রেসের কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে স্বাগত জানিয়েছেন। সত্যপাল মালিক ইতিপূর্বে গোয়া এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের দায়িত্ব পালন করেছেন। গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁকে মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি তথাগত রায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। রাজ্যপাল পদে শপথ নিয়ে সত্যপাল মালিক বলেন, সদ্য মেঘালয়ে এসেছি। তাই, রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে প্রথমে জানতে এবং বুঝতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সর্বোতে সহায়তা করবেন।

ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী সরলপাড়ার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

গোসাঁইগাঁও (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী সরলপারায় নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের মৃতদেহ বৃহস্পতিবার সকালে উদ্ধার হয়েছে। সলিলসমাধিস্থ যুবককে কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও মহকুমা সদর শহরের এক নম্বর ওয়ার্ড শান্তিনগরের বাসিন্দা জনৈক বন্ধুরাম বসুমতারির ছেলে মুকথাং বসুমতারি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।জানা গেছে, গতকাল তাঁর তিন-চারজন সমবয়সির সঙ্গে ভারত-ভুটান সীমান্তে সরলপাড়ায় ঘুরতে গিয়েছিল মুকথাং। পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল মরথাঙের দল। নদী পার হতে গিয়ে সরলপাড়া নদীতে পড়ে যায় মরথাং। সেই থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। আজ সকালে গ্রামের মানুষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নদীর বহু দূরে তার ভাসমান দেখে তা উদ্ধার করেন।ইত্যবসরে খবর দেওয়া হয় থানায়। থানা থেকে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কোকরাঝাড় সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১, ২১২ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১১১,১০০

রিও ডি জেনেইরো, ২০ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল মৃত্যু ও করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাত পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১১১,১০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৪৫৬, ৬৫২ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১, ২১২ জনের, ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১১১,১০০ জনের। নতুন করে ৪৯,২৯৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৪৫৬, ৬৫২-তে পৌঁছেছে।

এএনএম ডিগ্রিধারী বেকাররা চাকুরির দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে রাজ্যে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা রাজ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। কৃষির বিকাশের সাথে সাথে কৃষক কল্যাণেও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। কৃষক বন্ধ কেন্দ্র এমনই একটি পদক্ষেপ। আজ খোয়াই জেলার তুলাশিখর ব্লকের রাজনগর ক'ষি আ'লিক কার্যালয়ে কৃষক বন্ধ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। কৃষক বন্ধ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে রাজ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে সময় মতো সঠিক ফসল নির্বাচন করে চাষাবাদ করতে পারেন তারজন্য কৃষক বন্ধ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ক'ষকদের অর্থকরী ফসল ও ফল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষকরা যাতে কোনও ধরনের প্রাক'তিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতির সম্মখীন না হন সেজন্য প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় রাজ্যের কৃষকদের নিয়ে আসা হচ্ছে। এতে কৃষকরা এখন অনেকটাই নিরাপদ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, এই রাজ্যের অর্থনীতি ক'ষি নির্ভর। রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ ক'ষির উপর নির্ভরশীল। তাই সরকার ক'ষির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, তুলাশিখর বিএসি-র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া, তুলাশিখর বিএসি-র কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ভবেশ দেববর্মা, খোয়াই মহকুমা শাসক প্রমুখ।

ওড়িশায় ৭০ হাজার ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ৮ বেড়ে মৃত্যু ৩৮০ জনের

ভুবনেশ্বর, ২০ আগস্ট (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৯৮ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭০,০২০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮০। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,৮৯৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭০,০২০।

বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ২,৮৯৮ জনের মধ্যে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে ১,৭৯২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। বাকি ১১০৬ জনের সংক্রমণ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়েছে। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২২,৬৫১ এবং সুস্থ হয়েছেন ৪৬,৯৩৫ জন।

৫ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৯১৫ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৬৫,৯৭৯

জয়পুর, ২০ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৯০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নতুন করে ৬৯০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৫,৯৭৯। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬৯০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ৪৩০ জন।

আক্রান্ত ৬৯০ জনের মধ্যে আজমের-এ ১৩৮ জন, আলওয়ারে আক্রান্ত ১০০ জন, ভিলওয়ারে ১০৬ জন, বুন্দিতে ৩৮ জন, চিত্তরগড়ে ২২ জন, জয়পুরে ৯৯ জন, যোধপুরে ৩৬ জন, নাগাউরে ৫০ জন, প্রতাপগড়ে ১৯ জন এবং উদয়পুরে ৮২ জন মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫, ৯৭৯-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৯,৭৫৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৬৭১ এবং নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৯১৫ জনের।

৮ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ১৩৭ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ৯,২৯২

পুদুচেরি, ২০ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৮ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫৪ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩৭ এবং ৯,২৯২। ৯ হাজার ২৯২ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫,৬৩৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫৪ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩২২ জন ও ১,৩৮৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩,৫২১ এবং সুস্থ হয়েছেন ৫,৬৩৪ জন।

রাজীব গান্ধীর ৭৬ তম জন্মবার্ষিকী : শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদী, রাহুল-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): বেঁচে থাকলে এই ২০ আগস্ট ৭৬ বছর বয়স হত তাঁর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে বৃহস্পতিবার সকালেই বীরভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর পুত্র, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।এছাড়াও টুইট করেও বাবাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাহুল গান্ধী। জন্মবার্ষিকীতে রাজীব-স্মরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বৃহস্পতিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।"

বেঁচে থাকলে আজ ৭৬ বছর বয়স হত রাজীব গান্ধীর। রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু, করোনাভাইরাসের প্রকোপ এবার সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে।

আক্রান্ত ২৮ লক্ষের বেশি, ভারতে করোনায় মৃত্যু ৫৩,৮৬৬ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): পরিস্থিতি প্রতিদিনই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণেই আসছে না কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে মৃত্যু-মিছিল। বাড়তে বাড়তে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৮ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৯,৬৫২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৩,৮৬৬ জন এবং সংক্রমিত ২৮,৩৬,৯২৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০,৯৬,৬৬৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৯৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫৩,৮৬৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,৯০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২১৩ জন, বিহারে ৪৮৭ জনের, চন্ডীগড়ে ৩১ জন, ছত্তিশগড়ে ১৬১ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,২৩৫ জনের, গোয়া ১২৪ জন, গুজরাটে ২,৮৩৭ জনের, হরিয়ানায় ৫৬৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৭২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২৭৭ জনের, কর্ণাটকে ৪,৩২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৮২ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,১৫৯ জন, মহারাষ্ট্রে ২১,০৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১৮ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ৩৭২ জনের, পুদুচেরিতে ১২৯ জন, পঞ্জাবে ৯২১ জন, রাজস্থানে ৯১০ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,১২৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৭২৯ জন, ত্রিপুরায় ৬৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৭৮ জন, উত্তর প্রদেশে ২,৬৩৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,৫৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯০ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৩.৯১ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৪.২০ শতাংশ মানুষ। ভারতে প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,২৬,৬১,২৫২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৯ আগস্ট ৯,১৮,৪৭০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার সারা দিনে ৮,০১, ৫১৮টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছিল।

রাজ্যের ঐতিহ্যময় হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য দেশ বিদেশে বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যে সরকার অধিগৃহীত যে সকল আধা সরকারি সংস্থা রয়েছে সেগুলিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি এই সংস্থাগুলিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানও যাতে সৃষ্টি হয় সেদিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে রাজ্যের সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন আধা সরকারি সংস্থাগুলিকে নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় চা উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা জটমিল লিমিটেড, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প নিগমের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে রাজ্যে একটা প্রচলিত ধারণা ছিলো যে সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি মানেই হচ্ছে অলাভজনক সংস্থা। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়ে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আধা সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে ইচ্ছাশক্তির পাশাপাশি পরিচালনগত দক্ষতা থাকলে তা লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা যেতে পারে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম ইতিমধ্যেই সেটা করে দেখিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য আধা সরকারি সংস্থাগুলিও ধীরে ধীরে লাভজনক সংস্থায় পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল বলেন, বোধজংনগর ও আর কে নগর শিল্পা'লে বর্তমানে ৬২টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। সেখানে নতুন আরও ৪৬টি শিল্প ইউনিট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বোধজংনগর ও আর কে নগর শিল্পা'ল ছাড়াও ডুকলি শিল্পা'লে ১০টি, অরুন্ধতীনগর শিল্পা'লে ২৪টি, বাধারঘাট শিল্পা'লে ২০টি, ধজনগর শিল্পা'লে ৪টি এবং কুমারঘাট শিল্পা'লে ৯টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে চা, রাবার, বাঁশ ইত্যাদি কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেগুলিকে ভিত্তি করেই শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে শিল্প স্থাপনের পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। শিল্প স্থাপনে স্থানীয়দের গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বহির্রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীরাও যাতে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে সেই লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা জানান, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ রাজ্যে মৌমাছি পালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১১০ জন সুবিধাভোগীকে মৌমাছি পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মৌমাছি পালনের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করার জন্য মুম্বাইস্থিত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প কমিশনের নিকট ৬৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ৮টি জেলার মোট ১৬ হাজার ৭৮১ জন সুবিধাভোগী উপক'ত হবেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় উৎপাদিত মধু দেশ বিদেশে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রচারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ত্রিপুরার মধুর নিজস্ব ব্যাণ্ড ও লোগো তৈরি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও রাজ্যে এলাচি লেবুর পানীয় দ্রব্য তৈরি করে তা প্যাকেটিং-এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা বলেন, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম রাজ্যের চা শিল্পকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চাষিদের দ্বারা ছোট ছোট চা বাগিচা তৈরির উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রেগার মাধ্যমে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২৫৩ একর চা বাগিচা গড়ে তুলেছে। তাতে ৩টি কো-অপারেটিভ সহ ১০০ জন উপক'ত হয়েছে। শ্রী সাহা আরও জানান, বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর বিগত বছরগুলির তুলনায় নিগমের বাগানগুলির চা পাতা উৎপাদন অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে রাজ্যে কাঁচা চা পাতা উৎপাদন হয়েছিলো ১৫.৫৬ লক্ষ কেজি। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ১৬.৫০ লক্ষ কেজি। রাজ্যের চায়ের গুণগতমান উন্নত হওয়ায় কলকাতার নিলাম বাজারে এ বছর সর্বোচ্চ ২৫১ টাকা কেজি দরে রাজ্যের চা বিক্রি হয়েছে। চা শিল্পের উন্নয়নে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী সভায় আশা ব্যক্ত করেন। পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যময় হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যকে দেশ বিদেশে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটিং-এর (জেম) উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনস্থলের আশেপাশে কাউন্টার স্থাপন করার জন্য নিগমের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও ত্রিপুরা জটমিল লিমিটেড এবং ত্রিপুরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা জটমিল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্তোষ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কলমচৌড়ায় ২৪ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। কলম চওড়া থানা এলাকার কলসি মুরার মোস্তফা মিয়ার বাড়ি থেকে ২৪ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ এবং পুলিশ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিএসএফের ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট এর নেতৃত্বে বিএসএফ জওয়ানরা মোস্তফা মিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালায়।তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে ২৪ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে।নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক মোস্তফা মিয়াকে আটক করতে পারেনি বিএসএফ। বিএসএফের আনাগোনা টের পেয়ে মুস্তাফা মিয়া বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এইসব নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে মজুত রাখা হয়েছিল।সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।বিএসএফের তৎপরতার ফলে নেশাজাতীয় সামগ্রী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়েছে।আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথে প্রায় প্রতিদিনই নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে বলেও স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে।উদ্ধার করা নেশা সামগ্রী বিএসএফের পক্ষ থেকে কলম চওড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিনে মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন কংগ্রেস ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৭৬তম জন্মদিন। সারা দেশেণ সাথে রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। কংগ্রেস সেবাদলের উদ্যোগে হয়েছে নানা কর্মসূচি। এদিকে, এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রায়ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। আবরণ উন্মোচন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস এবং আইএনপিটির সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়, বিজয় কুমার রাঙ্খল জঙ্গী সংগঠন টিএনভির সুপ্রিমো ছিলেন যখন তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীর জমানাতেই দিল্লীতে আলোচনার মাধ্যমে টিএনভি ছেড়েছিলেন বিজয় কুমার রাঙ্খল।

এদিন সকালে আগরতলার গান্ধিঘাটে সেবাদলের কর্মীরা শ্রদ্ধা জানানোর পর এক বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আয়োজন করে। সেবা দলের মুখ্য সংগঠন নিত্য গোপাল রুদ্রপাল জানান, সারা রাজ্যেই নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এইদন কংগ্রেস সেবা দলের ইয়ং ব্রিগেডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিও উদযাপন করা হয়। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে রাহুল গান্ধি সেবা দলের ইয়ং ব্রিগেডের সূচনা করেছিল।

স্বচ্ছ মহোৎসব : স্বচ্ছতায় ফের শীর্ষে ইন্দোর, দ্বিতীয়স্থানে সুরাট

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): স্বচ্ছতা সার্ভে ২০২০-র ফলাফল প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই সমীক্ষা হল সমগ্র দেশের সবচেয়ে পরিছন্ন শহরগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য। স্বচ্ছতার নিরিখে লাগাতার চতুর্থবারের জন্য শীর্ষস্থানটি দখলে রাখল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহর। দ্বিতীয় স্থানে গুজরাটের সুরাট, তৃতীয় স্থানে মহারাষ্টের নবি মুম্বাই। ২৮ দিন ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। শহরগুলিকে পরিচ্ছন্ন করার ক্ষেত্রে নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় বিল গেটস ফাউন্ডেশন, গুগল-সহ বিভিন্ন সংস্থাকে। প্রথমবার মাইসোর জিতলেও গত তিন বার হ্যাটট্রিক করেছে ইন্দোর। এবারও শীর্ষ স্থান পেয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে শিবরাজ সিং চৌহানের প্রশাসন। খুশির সঙ্গে শিবরাজ জানিয়েছেন, স্বচ্ছতা সার্ভে ২০২০-তে স্বচ্ছ শহর হিসেবে প্রথম স্থান দখল করার জন্য ইন্দোরের মানুষজনকে অভিনন্দন।

সব মিলিয়ে মোট ১.৮৭ কোটি নাগরিক এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন ৪২৪২ শহর, ৬২টি ক্যান্টনমেন্ট ও ৯২টি জনপদে। স্বচ্ছ মহোৎসবে ১২৯টি পুরস্কার দেওয়া হবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী অনেক নাগরিকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে কথা বলেন যারা স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করেছেন। একই সঙ্গে সাফাইকর্মীরা তাঁদের মনের কথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।